ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-128 ■ 7 February, 2026 ■ আগরতলা ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ২৪ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পরীক্ষা পে চর্চা

শুধু নম্বর নয়, জীবনের উন্নতিতে জোর দেওয়ার পরামর্শ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি।। শিক্ষা যেন বোঝা না হয়। শুধু নম্বর নয়, জীবনের উন্নতিতেই জোর দাও। 'পরীক্ষা পে চর্চা ২০২৬'-এর নবম সংস্করণে পড়ুয়াদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় তাদের এই সুপরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি পড়ুয়াদের পরামর্শ দিয়েছেন, দেশে ইন্টারনেট ডেটা সস্তা বলে অকারণে সময় নষ্ট না করে জীবন ও শিক্ষাগত দক্ষতা উন্নয়নে মনোযোগ দেওয়ার জন্য।

'পরীক্ষা পে চর্চা ২০২৬'-এর নবম সংস্করণে পড়ুয়াদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা কখনওই বোঝা হয়ে ওঠা উচিত নয়। অর্ধ-মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করলে জীবনে সাফল্য আসে না বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা যেন বোঝা বলে মনে না হয়। এতে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত থাকা প্রয়োজন। টুকরো টুকরো পড়াশোনায় সাফল্য নিশ্চিত হয় না। শুধু নম্বরের দিকে তাকিয়ে না থেকে জীবনে তুমি কোথায় পৌঁছেছ, সেটার দিকে নজর দাও। বাবা-মা, শিক্ষক বা বন্ধুদের কথা শোনো, কিন্তু নিজের উপর বিশ্বাস রাখো এবং সব পরামর্শ বিবেচনায় রেখেই নিজের পথ অনুসরণ করো।

তিনি আরও বলেন, আমাদের লক্ষ্য এমন হওয়া উচিত, যা হাতের নাগালে থাকবে, কিন্তু সহজে পাওয়া যাবে না। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান ভারত

হারারে, ৬ ফেব্রুয়ারি ।। ভারতীয় অনূর্ধ-১৯ ক্রিকেট দল ষষ্ঠবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ফাইনালে ইংল্যান্ডকে ১০০ রানে হারিয়ে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করেছে সুর্যবংশীরা। হরারে স্পোর্টস ক্লাবে শুক্রবার অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে ভারতীয় দলের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি ছিল ভৈভব সুর্যবংশীর দারুণ ১৭৫ রানের ব্যাটিং। অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে নেতৃত্বাধীন দল প্রথমে ৯ উইকেটে ৪১১ রান সংগ্রহ করে এবং পরে ইংল্যান্ডকে ৩১১ রানে অলআউট করে দিয়ে অভূতপূর্ব বিজয় নিশ্চিত করে।

ম্যাচের নায়ক ভৈভব সুর্যবংশী ছিলেন। তিনি ১৭৫ রানের ইনিংস খেলেছেন। ওয়ার্ল কাপ ফাইনালে এই বাল্যসৈনিক বামহাতি ব্যাটসম্যানের ইনিংস কেবল একটি রেকর্ড নয়, বরং এক শক্তিশালী বক্তব্য ছিল। মাত্র ৫৫ বলেই শতক স্পর্শ করেন সুর্যবংশী, যা অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে দ্বিতীয় দ্রুততম শতক। এর আগে তিনি ৩২ বলেই অর্ধশতক পূর্ণ করেছিলেন।

তার ইনিংসে ৩০টি বাউন্ডারি ছিল, যার মধ্যে ১৫টি ছয়। মাত্র ৭১ বলেই ১৫০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করেছিলেন তিনি। এই ইনিংসে ভারতের সর্বোচ্চ রানের টার্গেট গড়ে তোলা হয়েছে এবং ফাইনালের সর্বোচ্চ একক ইনিংসের রেকর্ডও স্থাপন করেছেন। পুরো টুর্নামেন্টে ২২টি ছয় মেরে দক্ষিণ আফ্রিকার ডিউয়াল্ড ব্রেভিসের রেকর্ড ভাঙেন।

সুর্যবংশীর ইনিংসের সময় আয়ুষ মাত্রে ৫১ বলে ৫৩ রান করে ভারতের প্ল্যাটফর্মকে শক্তিশালী করেছিলেন। এছাড়াও অভিজ্ঞান কুন্ডু, ভেদান্ত ত্রিবেদী, বিভাগ মালহোত্রা ও কনিষ্ক চৌহান মিলে ভারতকে ৪০০ রানের অতিক্রমে পৌঁছে দেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএনপির ইশতেহারে

প্রতিবেশীদের সঙ্গে সমানতা, সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলার অঙ্গীকার

ঢাকা, ৬ ফেব্রুয়ারি ।। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) শুক্রবার তাদের নতুন ইশতেহার প্রকাশ করেছে। ৫১-বিন্দুর ইশতেহারটি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান উন্মোচন করেন এবং এতে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সমানতা, সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তোলার অঙ্গীকার জানানো হয়েছে।

তারেক রহমান ঢাকায় এক হোটেলে বলেন, আমরা আমাদের দেশের স্বার্থ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলব। ইশতেহারে বলা হয়েছে, এই সম্পর্কের ভিত্তি হবে পারস্পরিক সম্মান ও বোঝাপড়া, যা নিশ্চিত করবে সামগ্রিক উন্নয়ন।

ইশতেহারে বিএনপি বাংলাদেশের নীতি-প্রণালীর মূল দর্শন হিসেবে "বাংলাদেশ প্রথম" নীতি গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছে। এ ছাড়াও, হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য তহবিল বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

ইশতেহারে বলা হয়েছে, নির্বাচিত হলে সরকার সব দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করবে, যা সমতা, ন্যায় এবং বাস্তবতার ভিত্তিতে গড়ে তোলা হবে। এ সময় কোনও দেশের নাম সরাসরি উল্লেখ করা না হলেও, পদ্মা, তিস্তা ও বাংলাদেশের সকল সীমান্তবর্তী নদীর ন্যায্য জলের ভাগ নিশ্চিত করার বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

ইশতেহারে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশের জনগণের ওপর যে কোনও আক্রমণ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই সীমান্ত হত্যা ও অনুপ্রবেশসহ সকল অন্যায় কর্মকাণ্ড রোধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশের ভূমিকা শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

ধর্মীয় সম্প্রীতির বিষয়েও ইশতেহার গুরুত্ব আরোপ করেছে। তারেক রহমান বলেছেন, ধর্ম ব্যক্তিগত, রাষ্ট্র সকলের জন্য। সকল ধর্মের নাগরিকই স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালনের অধিকার পাবেন এবং কোনও নাগরিকের ধর্মীয় বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ করার সুযোগ থাকবে না। হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের কল্যাণ সংস্থার তহবিল বাড়িয়ে তাদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

বিএনপি ইশতেহারে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের অঙ্গীকারও করেছে। বলা হয়েছে, "চতুর্মাত্রিক সশস্ত্র বাহিনী" গড়ে তোলা হবে, যা রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে এবং বিশ্বস্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত

বেআইনি দখল ঃ কড়াবার্তা মেয়রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। রাজধানীর দুর্গা চৌমুহনী বাজারে মেয়রের উপস্থিতিতে আজ একটি উচ্ছেদ অভিযান সংগঠিত হয়। পুর প্রশাসনের উদ্যোগে পরিচালিত এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল রাস্তা ও ফুটপাত দখল করে বেআইনিভাবে ব্যবসা চালানো ব্যক্তিদের সরিয়ে দেওয়া।

অভিযান চলাকালীন মেয়র সাংবাদিকদের জানান, প্রতিদিনের মতোই ধারাবাহিকভাবে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, যাঁরা বেআইনিভাবে রাস্তা দখল করে ব্যবসা করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। নিয়ম না মেনে ব্যবসা করলে প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই এধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

মেয়র আরও জানান, রাজধানীতে যান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিগম কর্মীকে মারধর সহ ট্রেড লাইসেন্স না থাকার অভিযোগে দোকান বন্ধ করল পুর নিগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। নিগম কর্মীকে মারধরের অভিযোগ ও ট্রেড লাইসেন্স না থাকার কারণে মা দুর্গা টেক্সটাইলের ঝাঁপ বন্ধ করে দিল পুর নিগম। আজ সকালে ফের টাস্ক ফোর্সের অভিযান চলাকালীন এই ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, নিয়মিত অভিযান কর্মসূচির অংশ হিসেবে টাস্ক ফোর্সের কর্মীরা আজ সকালে মা দুর্গা টেক্সটাইল দোকানে যান। দোকানের কর্মীরা বৈধ ট্রেড লাইসেন্স দেখাতে পারেননি। সেই সময় দোকানের এক কর্মীর সঙ্গে টাস্ক ফোর্সের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিকশিত ভারত গড়ার মূল চাবিকাঠি ছাত্রসমাজ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। পরীক্ষা মানেই ভয় নয়, বরং সেই ভয় কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে পৌঁছানোর এক মাধ্যম। আজ নয়াদিল্লির লোক কল্যাণ মার্গের বাসভবনে আয়োজিত "পরীক্ষা পে চর্চা"-র নবম সংস্করণে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে এই কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রী তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিশা দেখানোর পাশাপাশি "বিকশিত ভারত" গড়ার সংকল্প নিতে উদ্বুদ্ধ করেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার নম্বর নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তা বা মার্কস ব্যাধি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, মানুষ শিক্ষার প্রভাবের উপরই গুরুত্ব প্রদান করে থাকে বেশী। তাই নম্বর ও দক্ষতার মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি। শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিশা দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী ২৫ বছর ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশ যখন স্বাধীনতার শতবর্ষে পৌঁছাবে, তখন আজকের তরুণ প্রজন্মই হবে ভারতের প্রধান কারিগর। তাই এখন থেকেই "বিকশিত ভারত" গড়ার স্বপ্ন দেখার আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি বিদেশি পণ্যের মোহ ত্যাগ করে দেশীয় সম্পদ ও সংস্কৃতির ওপর ভরসা রাখার পরামর্শ দেন।

শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর মন্ত্র দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সত্যের শক্তিই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাব্রুমের জনসভায় শাসকদলকে তীব্র আক্রমণ প্রদ্যোতের

রাজ্য সরকার এডিসিকে আর্থিক বঞ্চনা করছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচার অভিযানে গতি আনল তিপরা মথা। শুক্রবার তিপরা মথা সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর মাণিক্য দেববর্মার উপস্থিতিতে সাব্রুমের বেতাগাতে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। এডিসির মুহুরিপুর—ভুরাতলী আসনের অন্তর্গত সমস্ত ভিলেজের দলীয় কর্মী ও সমর্থকরা এই সমাবেশে অংশ নেন।

সমাবেশে প্রদ্যোত বিক্রম মাণিক্য ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা, এডিসির চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার পূর্ণ চন্দ্র জমাতিয়া, এলাকার এমডিসি দেবজিত ত্রিপুরা-সহ তিপরা মথার অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব।

সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদ্যোত বিক্রম মাণিক্য বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, তিপ্রাসাদের অধিকার এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষার জন্য তিপরা মথার আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। তিনি অভিযোগ করেন, তাঁকে জেলে পাঠানোর ভয় দেখানো হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই জেল রাজারা তৈরি করেছে। আমাকে জেলে নিতে গেলে আরও পাঁচশো জেল তৈরি করতে হবে। সমস্ত তিপ্রাসারা জেলে যেতে প্রস্তুত। প্রদ্যোত আরও অভিযোগ করেন, বিজেপির কিছু নেতা তাঁর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইসলামাবাদে শিয়া মসজিদে আত্মঘাতী হামলায় নিহত ৩১, আহত ১৭০

ইসলামাবাদ, ৬ ফেব্রুয়ারি ।। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে শুক্রবার নামাজের সময় একটি শিয়া মুসলিম মসজিদে আত্মঘাতী বোমা হামলায় অন্তত ৩১ জন নিহত এবং প্রায় ১৭০ জন আহত হয়েছেন বলে পুলিশ ও সরকারি আধিকারিকরা জানিয়েছেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কঠোর নজরদারির মধ্যেও এই ভয়াবহ হামলা রাজধানী শহরকে নাড়া দিয়েছে।

হামলার পর ঘটনাস্থলের ছবিতে দেখা যায়, মসজিদের কার্পেট পাতা মেঝেতে রক্তাক্ত দেহ পড়ে রয়েছে। চারদিকে ছড়িয়ে আছে কাচের টুকরো, ধ্বংসাবশেষ এবং আতঙ্কিত উপাসকরা। ইসলামাবাদের উপকণ্ঠে আধা-শহুরে এলাকায় অবস্থিত খাদিজা তুল কুবরা ইমামবার্গাহের বাগানেও বহু আহত রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিলেন, যাঁদের অনেকেই সাহায্যের জন্য আর্তনাদ করছিলেন।

ইসলামাবাদের ডেপুটি কমিশনার ইরফান মেমন এক বিবৃতিতে বলেন, বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়েছে। মোট ৩১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। হাসপাতালে ভর্তি আহতের সংখ্যা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রোমহর্ষক ঘটনা

অবসরপ্রাপ্ত বিএসএনএল কর্মীর বাড়ি থেকে একাধিক মৃত পশু উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। শ্রীনগর মিলন চক্র এলাকায় অবসরপ্রাপ্ত বিএসএনএল সুপারভাইজার সুনীল চন্দ্র দাসের বাড়ি থেকে একাধিক মৃত কুকুর ও বিড়াল উদ্ধার হওয়ায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অঘোষিত শেল্টার হাউজের আড়ালে রোমহর্ষক ঘটনা চলছে, এমনটাই অভিযোগ এলাকাবাসীর।

জানা গিয়েছে, নিবেদিতা সেনগুপ্ত নামে এক মহিলা দীর্ঘদিন ধরে ওই বাড়িতে শেল্টার হাউসের নামে বিভিন্ন প্রকারের পশু উদ্ধার করে এনে রাখতেন। এমনকি বানরও এনে রাখতেন। কুকুর ও বিড়াল সেখানে রাখা হলেও, সঠিক পরিচর্যার অভাবে একের পর এক পশুর মৃত্যু ঘটে। অভিযোগ, মৃত পশুগুলি বাড়ির মধ্যেই ফেলে রাখা হতো, যার ফলে এলাকাজুড়ে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে এবং আশপাশের পরিবেশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিকল্প ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ অমানবিক ঃ বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা শহরের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা না করে যেভাবে পুর নিগম উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে, তা অত্যন্ত অমানবিক ও বর্বরোচিত বলে মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান তিনি।

বিরোধী দলনেতা বলেন, একসময় আগরতলা শহরের জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম ছিল এবং সেই অনুযায়ী রাস্তাঘাট ও পরিকাঠামো গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীর জনসংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারের উচিত ছিল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পৃথক জায়গা নির্ধারণ করে পরিকল্পিতভাবে তাদের সেখানে স্থানান্তরিত করা। বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া এভাবে ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, এক সময় মণ্ডলের কিছু নেতা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা আদায় করে তাদের সেখানে ব্যবসা করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাদের কেউ উচ্ছেদ করবে না। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করেই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেসের তীব্র প্রতিবাদ বিকল্প পুনর্বাসনের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। হকার ও ক্ষুদ্র দোকানিরা দেশের অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মন্তব্য করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। আজ এক প্রেস বার্তায় প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী জানিয়েছেন, হকার ও ছোট দোকানিরা শুধু নিজেদের বা পরিবারের জীবিকা নির্বাহই করেন না, বরং দেশের কোটি কোটি দরিদ্র মানুষের কাছে ন্যূনতম মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

তিনি আরো উল্লেখ করেন, অতীতে বিভিন্ন রাজ্য ও শহরে সরকার ও স্বশাসিত সংস্থাগুলির তরফে হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উপর বলপ্রয়োগ, পুলিশি আক্রমণ ও অন্যায় উচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে। এই প্রেক্ষিতে অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের সময় হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলা হয়। তার ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে হকার ও ছোট দোকানিদের পুনর্বাসন নিশ্চিত করার নির্দেশিকা জারি করে। সেই নির্দেশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ইং
২৪ মাঘ, শনিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

স্বাস্থ্যখাতে মিশ্র বরাদ্দ!

স্বাস্থ্য খাতে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেটের নথিপত্রে চিত্রটি কিছুটা মিশ্র। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এর শতাংশের নিরিখে বা নির্দিষ্ট কিছু ছোট প্রকল্পের ক্ষেত্রে সত্য। তবে সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বরাদ্দ কিন্তু সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে বাড়িয়াছে।২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেটে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে ১,০৬,৫৩০.৪২ কোটি টাকা।এটি গত বছরের সংশোধিত বরাদ্দের (প্রায় ৯৬,৮০০ কোটি টাকা) তুলনায় প্রায় ১০ু বেশি।ইতিহাসে এই প্রথম ভারতের স্বাস্থ্য বাজেট ১ লক্ষ কোটি টাকার গণ্ডি পার করিল। উন্নত মানের ওষুধ তৈরির গবেষণায় ১০,০০০ কোটি টাকার নতুন প্রকল্প।আয়ুষ্মান ভারত : বরাদ্দ ৮,৯৯৫ কোটি থেকে বাড়াইয়া ৯,৫০০ কোটি টাকা করা হইয়াছে।ক্যান্সারের ওষুধ: ১৭টি জীবনদায়ী ক্যান্সারের ওষুধের ওপর থেকে আমদানি শুল্ক পুরোপুরি তুলে দেওয়া হইয়াছে, যাহা চিকিৎসার খরচ কমাইবে।মানসিক স্বাস্থ্য: উত্তর ভারতে ''নিমহ্যান্স ২.০'' তৈরির ঘোষণা এবং ন্যাশনাল টেলি মেন্টাল হেলথ প্রোগ্রামে বরাদ্দ বৃদ্ধি।২০১৭ সালের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০২৫ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য খাতে খরচ বাড়াইয়া জিডিপির ২.৫ু করা। বর্তমানে এটি ১.৯ু থেকে ২.১ু-এর আশেপাশে ঘোরাফেরা করিতেছে, যাহা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম।জনঔষধি প্রকল্প: এই প্রকল্পের বরাদ্দ গত বছরের ৩৫৪ কোটি টাকা থেকে কমাইয়া ২০১ কোটি টাকা করা হইয়াছে, যাহা নিয়া অনেকে প্রশ্ন তুলিয়াছেন।মুদ্রাস্ফীতি: ১০ু বৃদ্ধি অনেক সময় মুদ্রাস্ফীতির কারণে সাধারণ মানুষের কাছে খুব একটা কার্যকরী মনে হয় না।কেন্দ্র স্বাস্থ্য খাতে টাকার অঙ্ক বাড়াইলেও, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে জিডিপির তুলনায় এই বরাদ্দ আরও অনেক বেশি হওয়া প্রয়োজন ছিল। অর্থাৎ, বরাদ্দ বাড়িয়াছে ঠিকই, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা পর্যাপ্ত কি না সেই বিতর্কটিই এখন প্রধান। ২০১৮ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বাজেটে স্বাস্থ্য সেস চালুর প্রস্তাব দিয়াছিলেন। সুনির্দিষ্টভাবে স্বাস্থ্যখাতে খরচের জন্যই ওই সেচ চালু হইয়াছিল। কিন্তু সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যাইতেছে, সেই সেসের টাকা সংগ্রহের আগে পর্যন্ত স্বাস্থ্যখাতে কেন্দ্র যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিত, সেস চালুর পর তাহার পরিমাণ বাড়েনি। বরং কমিয়া গিয়াছে। স্বাস্থ্য সেস বসাইয়া বাড়তি অর্থ সংগ্রহ করা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় কমাইয়াছে মোদি সরকার। বাজেটের মোট বরাদ্দ ও দেশের জিডিপি সেস চালুর পরও দুই নিরিখেই স্বাস্থ্যখাতে খরচের অনুপাত কমাইয়াছে কেন্দ্র।দেশের অর্থনীতির স্বাস্থ্য কেমন? স্বাস্থ্যখাতে সরকারের বরাদ্দ দেখিলেই তাহা বোঝা যায়! ২০১৮ সালে স্বাস্থ্য সেস চালুর আগে ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে মোট সরকারি খরচের ২.৪ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ হইয়াছিল। কিন্তু এবার অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীমারামনের বাজেট প্রস্তাবে দেখা যাচ্ছে, সেসের অর্থ ধরেও ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে স্বাস্থ্যে বরাদ্দের পরিমাণ কমে ১.৯ শতাংশ হইয়াছে। অথচ, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ খাতে বরাদ্দের ৩০ শতাংশই সরকারের ঘরে আসিবে ওই স্বাস্থ্য সেস থেকে। সেই অর্থ বাদ দিয়া হিসাব করিলে ২০২৬-২৭ সালে স্বাস্থ্যে বরাদ্দের পরিমাণ কমে হইবে মাত্র ১.২ শতাংশ। অর্থাৎ সেস চালুর আগে যা বরাদ্দ হইয়াছিল (২.৪ শতাংশ), সেস বাবদ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বাড়তি অর্থ সংগ্রহ করা সত্ত্বেও বরাদ্দ কমিয়া তাহার প্রায় অর্ধেক হইয়া পড়িয়াছে। শুধু বাজেট বরাদ্দ নয়, মোট জিডিপির নিরিখেও স্বাস্থ্যে খরচের পরিমাণ কমিয়াছে। সেস চালুর আগে জিডিপির ০.২৮ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ হইয়াছিল। কেন্দ্র সেস বসানো সত্ত্বেও সেটাই কমিয়া হইয়াছে ০.২৬ শতাংশ।

এ তো গেল শতাংশের হিসাব। একেবারে সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে সংশোধিত বাজেটে স্বাস্থ্যে বরাদ্দ হইয়াছিল ৯২ হাজার ৯২৬ কোটি টাকা। এর থেকে সেস বাবদ সংগৃহীত অর্থ বাদ দিলে পরিমাণটা কমে দাঁড়ায় ৭৮ হাজার ২৭৯ কোটি টাকায়। একইভাবে ২০২৬-২৭ সালের সদ্য পেশ হওয়া বাজেট প্রস্তাব থেকে সেসের অর্থ বাদ দিলে তাহা গতবারের থেকেও কমিয়া দাঁড়াইবে ৭০ হাজার ৯৮৪ কোটি টাকায়। অর্থাৎ সেসের অর্থ বাদ দিলে স্বাস্থ্যখাতে এবারের বরাদ্দের পরিমাণ গতবারের থেকেও ৯.৩ শতাংশ কম। আবার অন্যভাবে দেখিলে, ২০১৭ সালের মতো (সেস চালুর আগে) এবারও যদি বাজেটের ২.৪ শতাংশ অর্থ স্বাস্থ্যে বরাদ্দ হইত, তাহা হইলে তাহার পরিমাণ হওয়া উচিত ছিল ১.২ লক্ষ কোটি টাকা। কিন্তু সেসের টাকা ধরিয়াও এইবার বরাদ্দের পরিমাণ মাত্র ১ লক্ষ কোটি।

মানবপাচার : এক গভীর সমস্যা

বিশেষ প্রতিনিধি।। মানবপাচার বিশ্বের একটি গভীর সামাজিক ও মানবাধিকার সমস্যা। এটি এমন একটি অপরাধ যেখানে মানুষকে জোরপূর্বক, প্রতারণার মাধ্যমে বা ভয়ভীতি দেখিয়ে তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, অধিকার এবং মর্যাদা হরণ করা হয়। মানবপাচার শুধুমাত্র একটি দেশের সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ন চ্যালেঞ্জ।

ভারতে মানবপাচারের ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। প্রতিটি বছর হাজার হাজার নারী, শিশু এবং পুরুষ পাচারের শিকার হয়। মানবপাচারের শিকাররা দেশটির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আনা হয়, স্থানীয়ভাবে বিক্রি হয়, বা বিদেশে পাচার করা হয়। মানবপাচার সমাজের নৈতিক ও আইনগত ব্যর্থতার প্রতিফলন। দুর্বল পরিবারিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষার অভাব, নারী ও শিশুদের প্রতি বৈষম্য, এবং অপরাধমূলক চক্র, এই সব মানবপাচারের প্রবণতাকে বৃদ্ধি করে।

ভারতে মানবপাচারের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। প্রধান কয়েকটি রূপ হল, নারীদের ও কিশোরীদের প্রায়শই যৌনশ্রমের জন্য পাচার করা হয়। তাঁরা মিথ্যা চাকরির প্রলোভন দেখানো হয়, শিক্ষার সুযোগ বা বিদেশ ভ্রমণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। একবার পাচার হওয়ার পর, তাদেরকে বাধ্যতামূলক যৌনকর্মে নিযুক্ত করা হয়। শ্রমপাচার হল শিশু শ্রম, দাসত্বমূলক শ্রম, কৃষি ও শিল্প খাতে জোরপূর্বক বা ভয়ভীতি দেখিয়ে কাজ করানো। শ্রমিকদের কোনো আইনি অধিকার নেই, তাঁরা অমানবিক পরিস্থিতিতে কাজ করতে বাধ্য হন।

কিছু ক্ষেত্রেই মেয়েদের জোরপূর্বক বা প্রতারণার মাধ্যমে বিবাহের নামে বিদেশে বা দেশের ভিন্ন প্রান্তে পাঠানো হয়। সেখানে তারা নিগৃহীত বা শোষিত হয়। মানুষকে দাসত্ব, জিম্মি বা অনৈতিক কার্যক্রমে বাধ্য করা। বিশেষ করে অর্থনৈতিক চাপে থাকা পরিবার, অনগ্রসর সম্প্রদায় বা স্থানীয় মাফিয়ার শিকার হয়।

ভারতে মানবপাচারের বিস্তার মূলত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত কারণের কারণে। দারিদ্র্য মানবপাচারের প্রধান কারণ। গরিব পরিবার, যাদের সন্তানদের পোষা খরচের সামর্থ্য নেই, তারা সন্তানদের মিথ্যা চাকরির প্রলোভনে বা পাচারকারীর মাধ্যমে বিক্রি করে দেয়। শিক্ষার অভাব মানুষকে সচেতন হতে বাধা দেয়। শিক্ষাহীন সমাজ সহজেই প্রতারণার শিকার হয়। বিশেষ করে নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রে শিক্ষার অভাব তাদের অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ রাখে। নারী ও শিশুদের প্রতি বৈষম্য মানবপাচারের জন্য অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। পরিবার ও সমাজে নারীদের নিরাপত্তাহীনতা ও স্বাধীনতার অভাব তাদের সহজেই শোষণের শিকার করে। মানবপাচার একটি জটিল অপরাধ চক্রের অংশ। এই চক্রে দালাল, স্থানীয় মাফিয়া, কর্পোরেট নিপীড়ক এবং বিদেশী চক্র একত্রে কাজ করে। যদিও মানবপাচারের বিরুদ্ধে আইন রয়েছে, কিন্তু আইন প্রয়োগে দুর্বলতা, পুলিশি উদাসীনতা এবং দুর্নীতি মানুষের সুরক্ষা কমিয়ে দেয়।

ভারত সরকার মানবপাচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল, The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (ITPA)

যৌনপাচার নিয়ন্ত্রণের জন্য এই আইন প্রণীত। এটি নারী ও শিশুদের যৌনশ্রম থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। The Indian Penal Code (IPC) Sections 370 and 370A এর এই ধারা মানবপাচার ও দাসত্বমূলক কার্যক্রমের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করে। Child Labour (Prohibition and Regulation) Act–1986 শিশু শ্রম প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, ২০১৫ শিশুদের সুরক্ষা ও পুনর্বাসনের জন্য এই আইন কার্যকর। The Bonded Labour System (Abolition) Act–1976 দাসত্বমূলক শ্রম ও বাধ্যতামূলক শ্রম বন্ধে আইন। আইন থাকলেও কার্যকর বাস্তবায়ন প্রায়ই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে।

ভারতে মানবপাচারের প্রকোপ অত্যন্ত গভীর। এনসিআরবি তথ্য অনুযায়ী, মানবপাচারের মামলার সংখ্যা প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাতে, নারী ও শিশুদের সংখ্যা শীর্ষে। বিশেষ করে রাজ্যগুলোর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ মানবপাচারের জন্য হটস্পট। বছর ২০২৪-এ প্রায় ৮,০০০ শিশু ও নারী মানবপাচারের শিকার হয়েছে এবং এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি যৌনপাচারের শিকার।

মানবপাচার কেবল ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবও বহন করে। মানবপাচারের শিকাররা মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। তাদের স্বাধিকার, মর্যাদা এবং সুরক্ষা হারায়। শিশু শ্রম বা যৌনপাচারের শিকার শিশুদের শিক্ষা বন্ধ হয়ে যায়, যা তাদের ভবিষ্যতকে অন্ধকারে ফেলে। মানবপাচার সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। অপরাধী চক্র সমাজে নিরাপত্তাহীনতা এবং ভয় সৃষ্টি করে। শ্রমপাচার এবং দাসত্বমূলক শ্রম অর্থনীতিকে বিকৃত করে। এটি আইনি অর্থনৈতিক চক্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং সামাজিক উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

ভারত সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থা মানবপাচার প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। আইন প্রয়োগের উন্নতির মাধ্যমে পুলিশি প্রশিক্ষণ, বিশেষ সেল গঠন, এবং দ্রুত বিচার। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মিডিয়া, এবং সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি। মানবপাচারের শিকারদের পুনর্বাসন কেন্দ্র, মানসিক ও আর্থিক সহায়তা। সীমান্তে নজরদারি, আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং তথ্য বিনিময়। সশক্ত সমাজকর্মী ও এনজিও মানবপাচার রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মানবপাচার রোধে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। যেমন, সামাজিক ভীতি ও নীরবতা, দুর্বল আইন প্রয়োগ, অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং অপরাধী চক্রের জটিলতা। ফলে, ভবিষ্যতে মানবপাচার রোধের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার প্রসার, নারী ও শিশুদের প্রতি সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি, তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে নজরদারি, আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা।

সম্প্রতি, দিল্লিতে নিখোঁজের ঘটনায় দেশ জুড়ে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। দিল্লি দেশের রাজধানী ও সর্বভারতীয় রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। সাধারণত দেশের বিমূর্ত নিরাপত্তা ও আইনি কাঠামোর জন্য পরিচিত হওয়ার পরও সাম্প্রতিক *একাধিক ব্যক্তি নিখোঁজ* হওয়ার ঘটনা নিয়ে মানুষের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিশেষত দিল্লির বিভিন্ন অংশে একের পর এক মানুষের নিখোঁজ হওয়ার খবর সমাজে অসন্তোষ, চাঞ্চল্য এবং শঙ্কা তৈরি করেছে।

গত কয়েক সপ্তাহে দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় একাধিক ব্যক্তিকে হঠাৎ করে নিখোঁজ থাকতে দেখা গেছে। সাধারণত তারা ঘর থেকে বের হয় সেরাসরি কোনো অস্বাভাবিকতা ছাড়াই। বিভিন্ন পরিবারের সদস্যরা, ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি এবং সমাজের বিভিন্ন অংশ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বিশেষত যখন পুলিশ তদন্তে পর্যাপ্ত অগ্রগতি দেখা যায়নি। অবশ্য, দিল্লিতে এমন নিখোঁজের ঘটনা নতুন নয়। প্রতি বছরই দিল্লিতে প্রচুর মানুষ নিখোঁজ হচ্ছেন।

নিখোঁজ হওয়ার পেছনে বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে। কিছু ক্ষেত্রে সন্দেহ করা হচ্ছে, সম্ভবত অপরাধীচক্র বা মানবপাচারকারীদের হাত থাকতে পারে। দুর্বল ও নিরাপত্তাহীন ব্যক্তিদের সহজলভ্য লক্ষ্য হিসেবে দেখা হতে পারে, বিশেষ করে যারা একা থাকে। অনেকেই বলেন, কেউ কেউ স্বেচ্ছায় নিখোঁজ হচ্ছেন মানসিক চাপ, আয়ের নিম্নমান, পারিবারিক ঝগড়া বা প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে। কিছু ক্ষেত্রে ফোনের সেন্ট্রাল টাওয়ার থেকে ভুল অবস্থান, নেটওয়ার্ক সমস্যা ও জিপিএস সম্পর্কিত ভুল ইন্টারপ্রেটেশনও থাকতে পারে। যদিও তা প্রমাণিত হওয়া কঠিন, তবে কোনও রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক বা প্রশাসনিক চাপের কারণে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে গোপনে সরিয়ে নেওয়া হতে পারে, এমন আশঙ্কার কথাও তুলেছেন বহু নাগরিক।

সাম্প্রতিক নিখোঁজ ব্যক্তিদের পরিবারগুলোর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত আবেগপূর্ণ। অনেক পরিবার অভিযোগ করেছেন, পুলিশের তদন্তে নিম্নমান এবং মনোযোগ কম। তাদের দাবি, আগে থেকেই নিখোঁজ সমস্যার রিপোর্ট করার পরও প্রাথমিক পর্যায়ে সঠিক অভিযান শুরু হয়নি। কিছু পরিবার সংগঠন করে মানবাধিকার সংগঠনের সাহায্য নিয়েছে যাতে তাদের আত্মীয়দের দ্রুত উদ্ধার করা যায়।

দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, সক্রিয় অনুসন্ধান চলছে, সিসিটিভি ফুটেজ, মোবাইল ট্র্যাকিং, স্মার্টলোকেশন তথ্য ইত্যাদি সংগ্রহ করা হচ্ছে, নিখোঁজদের খোঁজে স্পেশাল টিম তৈরি করা হয়েছে এবং উপরের স্তরে উচ্চমাত্রার নজরদারি বজায় রাখা হচ্ছে। তবে অভিযোগ এসেছে, তথ্য হয়তো প্রকৃত লোকেদের কাছে পর্যাপ্তরূপে জানানো হচ্ছে না এবং গোপনীয়তার নামে আক্রান্ত পরিবারগুলোকে শঙ্কিত রাখা হচ্ছে।

তদন্তে বেশ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে পুলিশ। মোবাইল লগ ও জিপিএস ডেটা সব সময় নিখুঁত হয় না। টাওয়ার সিগন্যালের পরিমাপ ভুল হতে পারে, ফলে আসল লোকেশন খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়। কিছু পরিবার অভিযোগ করেছে, পুলিশ প্রথম পর্যায়ে এফআইআর নিতে অনিচ্ছুক বা মন্থর গতি বজায় রেখেছে। এটি জাতীয় মানবাধিকার প্রচারণা ও পরিবারগুলোর আস্থা কমিয়েছে। যদিও প্রমাণ কিছু পাওয়া যায়নি, তথাপি মানবপাচারের মতো অপরাধীচক্রে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনায় সন্দেহ করা হচ্ছে।

দিল্লির সাম্প্রতিক নিখোঁজের ঘটনা সবকটি কেবল তথ্যগত ঘটনা নয়, এটি মানুষের ভয়, প্রশ্ন এবং নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ তৈরি করেছে। যখন একটি সমাজে নাগরিকেরা নিরাপদ বোধ করতে পারে না, তখন শুধুমাত্র অপরাধ দমনই যথেষ্ট নয়; দরকার তথ্য, সহানুভূতি, দ্রুত তদন্ত, স্বচ্ছতা ও সামাজিক নিরাপত্তা বাড়ানো। ভারতের রাজধানী দিল্লি যেন সকলের জন্য নিরাপদ ও বিশ্বাসযোগ্য থাকে, সেটাই আমাদের প্রধান দায়িত্ব। দিল্লি পুলিশ এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানিয়েছে, রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় গত কিছুদিনে ব্যক্তিদের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার তদন্ত শুরু থেকে সর্বচ্চ গুরুত্ব দিয়ে চলছে। দিল্লি পুলিশ বলেছে, আমরা প্রতিটি নিখোঁজ হওয়া ব্যক্তির ঘটনায় দ্রুততম সময়ে অনুসন্ধান শুরু করেছি। প্রত্যেকটি কেসেই উচ্চমানের তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে, এবং সেন্সিটিভ লোকেশন ট্র্যাকিং, সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ, মোবাইল কল ডেটা রিভিউসহ সকল প্রযুক্তিগত উৎস ব্যবহার করে তদন্ত চালানো হচ্ছে।

পুলিশ জানান, প্রাথমিকভাবে কিছু ঘটনায় এফআইআর নেওয়া হয়নি, কিন্তু বর্তমানে সমস্ত পরিবারের আবেদন নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে এফআইআর রেজিস্টার করা হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে পুলিশ জানতে পেরেছে, নিখোঁজ ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে থাকতে পারেন। তবে আমরা সব ক্ষেত্রেই স্বতঃপ্রণোদিত ও সুসম্পর্কিত তদন্ত চালাচ্ছি এবং এটিকে কখনোই হালকাভাবে নিচ্ছি না, বলা হয়েছে বিবৃতিতে।

পুলিশের সাইবার সেল ও ফরেন্সিক ইউনিট নিখোঁজ ব্যক্তিদের মোবাইল জিপিএস, টাওয়ার লোকেশন, অ্যাপ ডেটা, ব্যাঙ্ক ট্রান্স্যাকশন এবং সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে। প্রধান তদন্ত কর্মকর্তা বলেন, এটি সম্পূর্ণ প্রযুক্তি-নির্ভর অনুসন্ধান এবং আমরা প্রতিটি তথ্যকে যাচাই-বাছাই করছি। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, একাধিক দিক থেকে আমরা তদন্ত চালাচ্ছি, মানুষের ইচ্ছাকৃত অনুপস্থিতি, অপরাধী চক্রের সম্ভাবনা, মানবপাচার বা বলপ্রয়োগের সম্ভাব্যতা, সবই যাচাই করা হচ্ছে। পুলিশ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও আপডেট শেয়ার করছে। কেন্দ্রীয় হেল্পলাইন ও জেলা ইউনিটের যোগাযোগ নম্বরগুলো দেওয়া হয়েছে, যাতে পরিবারগুলো যেকোনো তথ্য দেবার সাথে সাথেই পুলিশ তা পায়।

পুলিশের বক্তব্য, দিল্লি পুলিশের কাছে প্রতিটি নিখোঁজ হওয়া মানুষের নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রতিটি দিক থেকে তদন্ত চালাচ্ছি। কেউ যদি অসুস্থ পরিস্থিতিতে থাকে, স্বচ্ছে ভাবে অবস্থান পরিবর্তন করে থাকে, অথবা এমন কিছু ঘটনা ঘটে থাকে যার সঙ্গে অপরাধ জড়িত, তার সবকিছুই আমরা গুরুত্বসহকারে দেখছি। জনসাধারণকে অনুরোধ, কেউ যদি নিজেই বা কারো পরিচিত নিখোঁজ থাকে, তাহলে দয়া করে প্রমাণ সহ দ্রুত পুলিশকে জানান। পরিশেষে বলে রাখা উচিত বলে মনে করছি, মানবপাচার কেবল একটি অপরাধ নয়, এটি মানবতার প্রতি এক অভিশাপ। ভারত সরকার, সমাজ, পরিবার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাদের একত্রে কাজ করতে হবে। মানবপাচার রোধের জন্য সচেতনতা, শক্তিশালী আইন প্রয়োগ এবং পুনর্বাসন গুরুত্বপূর্ণ। শিকারদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত না হলে, সমাজ কখনো সত্যিকারের উন্নয়ন দেখতে পারবে না। মানবপাচারকে রোধ করা মানে কেবল অপরাধ দমন নয়, এটি মানবাধিকারের পুনঃস্থাপন এবং সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত করার জন্য একটি অপরিহার্য্য দায়িত্ব।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কৃষি-বনায়ন এবং বাঁশভিত্তিক অর্থনৈতিক ক্লাস্টারগুলোকে শক্তিশালী করতে উদ্যোগ

নয়াদিল্লি : উত্তর-পূর্বাঞ্চে কৃষি-বনায়ন ও বাঁশভিত্তিক অর্থনৈতিক ক্লাস্টারকে আরও শক্তিশালী করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি-বনায়ন ও বাঁশ খাতের উন্নয়নের প্রধান দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলোর ওপর থাকলেও, কেন্দ্র সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট প্রকল্পে আর্থিক ও নীতিগত সহায়তা প্রদান করছে। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রণালয়) রাজ্যগুলোর উদ্যোগকে পরিপূরক হিসেবে বিভিন্ন প্রকল্পে সহায়তা দিচ্ছে। এই তথ্য আজ লোকসভায় একটি প্রশ্নের লিখিত উত্তরে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার।

তিনি আরও জানান, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, কৃষি-বনায়নকে উৎসাহিত করতে সরকার ২০২৩-২৪ অর্থবছর থেকে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার আওতায় একটি কেন্দ্রীয় সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো নার্সারি স্থাপন ও শক্তিশালীকরণ এবং কৃষকদের জন্য উন্নতমানের রোপণ উপকরণ যেমন বীজ, চারা, ক্লোন, হাইব্রিড ও উন্নত জাতসরবরাহ করা, যাতে কৃষিজমিতে বৃক্ষ আচ্ছাদন বৃদ্ধি পায়।এই প্রকল্পটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিও এর আওতাভুক্ত। আসামে এই প্রকল্পের মাধ্যমে কার্বি আংলং ও ডিমা হাসাও জেলাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে নার্সারি স্থাপন, প্রশিক্ষণ এবং বিনামূল্যে চারা বিতরণ করা হয়েছে।২০২৩-২৪ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে অসমের জন্য ৪.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, যার মধ্যে ৪.০৯ কোটি টাকা ইতোমধ্যে ছাড়া হয়েছে। এর ফলে ৩৫টি নতুন নার্সারি স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এখন পর্যন্ত ৫.২০ কোটি টাকা ছাড়া হয়েছে এবং ৫১টি নতুন নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে।২০২৩-২৪ সালে শুরু হওয়া পিএমআরকেভিওয়াই-অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি প্রকল্পটি বর্তমানে আসামে তৃতীয় বছরে প্রবেশ করেছে। প্রাথমিক মূল্যায়নে দেখা গেছে, এই প্রকল্প কৃষকদের আয় বহুমুখীকরণ ও জীবিকায় সহায়তা করছে। বিশেষত বাঁশসহ বৃক্ষভিত্তিক চাষ পদ্ধতিতে আন্তঃফসল চাষের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে গাছ বড় হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে কৃষকরা স্বল্পমেয়াদি আয় অর্জন করতে পারেন এবং আর্থিক ঝুঁকি কমে।

এদিকে অসম স্টেট ব্যাম্বু মিশন কার্বি আংলং ও ডিমা হাসাও জেলায় ব্যাপক বাঁশ রোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ২০১৯ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে প্রায় ১,৫৮৫ হেক্টর জমিতে বাঁশ রোপণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় নার্সারি স্থাপন, সচেতনতা কর্মসূচি পরিচালনা এবং প্রায় ৩০০ জন কৃষককে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাঁশ চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

একটি সমীক্ষায় উভয় জেলায় উল্লেখযোগ্য বাঁশ সম্পদের উপস্থিতি চিহ্নিত হওয়ায় ক্লাস্টার উন্নয়নের পরিকল্পনা সহজ হয়েছে। মিশনটি অসম ব্যাম্বু কনক্লেভের মতো আয়োজনের মাধ্যমে উদ্যোগ উন্নয়নে কাজ করেছে এবং একটি বাঁশের আগরবাতি কাঠি (ইনসেন্স স্টিক) উৎপাদন ক্লাস্টার গড়ে তুলতে উল্লেখযোগ্য আর্থিক সহায়তা দিয়েছে।

এর অর্থনৈতিক প্রভাব হিসেবে প্রায় ৬ লক্ষ বাঁশের চারা রোপণ, উচ্চ ফলনশীল জাতের বাঁশ বিতরণ এবং বাঁশশিল্পে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৪০০ জনের বেশি মানুষ উপকৃত হয়েছেন। পাশাপাশি ১,০২২টি টুলকিট বিতরণ করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াজাত বাঁশজাত পণ্য আসাম পূর্ত দপ্তরের রেট সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা বাঁশশিল্পীদের বাজারে প্রবেশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়িয়েছে।বাঁশভিত্তিক অর্থনৈতিক ক্লাস্টারকে আরও শক্তিশালী করতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সম্প্রতি দুটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এই প্রকল্পগুলোর লক্ষ্য হলো ঐতিহ্যবাহী বাঁশশিল্পী ক্লাস্টারকে বাজারের সঙ্গে যুক্ত করা, পণ্যের আধুনিকীকরণ, ডিজিটাল ও খুচরা বিপণন ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্তকরণ এবং ইঞ্জিনিয়ারড বাঁশজাত পণ্যের প্রসার ও রপ্তানি সহায়তা। প্রকল্প দুটি অসমের কার্বি আংলং এবং নাগাল্যান্ডের মোকোকচুং জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করছে। এই উদ্যোগের আওতায় অত্যাধুনিক প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট, সার্টিফায়েড বাঁশ বাগান এবং যুবক ও শিল্পীদের জন্য উন্নত প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।উত্তর-পূর্বাঞ্চল বাঁশ ও বেত উন্নয়ন কর্পোরেশন শীর্ষস্থানীয় ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে, যাতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাঁশজাত পণ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছাতে পারে এবং বিশ্বমঞ্চে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাঁশপণ্যকে একটি স্বতন্ত্র পরিচিতি দেওয়া যায়। গত দশ বছরে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় কৃষি-বনায়ন ও বাঁশ খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মোট ৪২টি প্রকল্পে ২৩.৩১ কোটি টাকা সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও তেলেঙ্গানায় গ্রামীণ পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান মজবুত করার লক্ষ্যে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন অনুদান হিসেবে ১,১৩৩ কোটি টাকা দিল কেন্দ্র

নতুন দিল্লি: কেন্দ্র সরকার ২০২৫—২৬ অর্থবছরে পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠান এবং গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থা মজবুত করার উদ্দেশ্যে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন অনুদান হিসেবে ১,১৩৩ কোটি ৫৩ লাখ টাকারও বেশি অর্থ বিভিন্ন রাজ্যে রিলিজ করেছে। এই বরাদ্দের মাধ্যমে বিশেষভাবে সুবিধা পাবেন মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও তেলেঙ্গানার স্থানীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানসমূহ।মধ্যপ্রদেশে ২০২৪—২৫ অর্থবছরের জন্য অ্যানটাইড গ্রান্টের দ্বিতীয় কিস্তি হিসেবে ৬৫২.৫৫ কোটি টাকা জারি করা হয়েছে। এই অর্থ রাজ্যের ৫২টি যোগ্য জেলা পঞ্চায়েত, ৩১২টি যোগ্য ব্লক পঞ্চায়েত এবং ২৩,০০১টি যোগ্য গ্রাম পঞ্চায়েতকে সুবিধা দেবে। এর পাশাপাশি, প্রথম কিস্তির অ্যালোকেশনের মধ্যে অবশিষ্ট ৭৭ লক্ষ টাকা ৩টি অতিরিক্ত যোগ্য ব্লক পঞ্চায়েত এবং ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রদান করা হয়েছে।পাঞ্জাবে কেন্দ্র সরকার ২০২৫—২৬ অর্থবছরের জন্য অ্যানটাইড গ্রান্টের প্রথম কিস্তি হিসেবে ২২২ কোটি টাকা রিলিজ করেছে। এই অর্থ রাজ্যের ১৩,২৬২টি যোগ্য গ্রাম পঞ্চায়েত, ১৫০টি ব্লক পঞ্চায়েত এবং ২২টি জেলা পঞ্চায়েতকে সহায়তা করবে।তেলেঙ্গানায় ২০২৪—২৫ অর্থবছরের জন্য অ্যানটাইড গ্রান্টের প্রথম কিস্তি হিসেবে ২৫৬.০২৯৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে, যা ১২,৭০২টি যোগ্য গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য সুবিধা বয়ে আনবে। এছাড়া, ২০২৩—২৪ অর্থবছরের দ্বিতীয় কিস্তির অবশিষ্ট ২৩৩.১৮ লক্ষ টাকা ১১টি অতিরিক্ত যোগ্য গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ৪০টি ব্লক পঞ্চায়েতকে দেওয়া হয়েছে।কেন্দ্র সরকার পঞ্চায়েত রাজ মন্ত্রক এবং জল শক্তি মন্ত্রক (পানীয় জল ও স্যানিটেশন বিভাগ)-এর মাধ্যমে রাজ্যগুলির গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলোর জন্য পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অনুদান সুপারিশ করে। এরপর অর্থমন্ত্রীমণ্ডলীর মাধ্যমে এই অনুদান জারি করা হয়। প্রতি অর্থবছরে এই বরাদ্দ দুই কিস্তিতে দেওয়া হয়।অ্যানটাইড গ্রান্টের ব্যবহার হবে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান/গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থা স্থানভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী ব্যবহার করবে। এটি সংবিধানের একাদশ সূচির ২৯টি বিষয়ে ব্যয় করা যাবে, তবে বেতন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের খরচ বাদে। টাইড গ্রান্টের ব্যবহার হবে স্যানিটেশন ও ওডিএফ স্ট্যাটাস বজায় রাখা, যার মধ্যে থাকবে বাড়ির বর্জ্য, মানুষের মল-মূত্র ও ফিকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট। পানীয় জলের সরবরাহ, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ এবং জলের পুনর্ব্যবহার। কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ স্থানীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করে এবং গ্রামীণ জনগণের জন্য মৌলিক সেবা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

2nd &4th page Jagaran (3).pmd 1 06-02-2026, 23:07

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের ডাকে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘটকে সফল করতে সিপিআইএমএলএর র‍্যালি। ছবি নিজস্ব।

অসমে ১২৬টি বিধানসভা আসনেই লড়বে এনডিএ : প্রদেশ বিজেপি সভাপতি

গুয়াহাটি, ৬ ফেব্রুয়ারি : অসম বিধানসভা নির্বাচনে শাসক এনডিএ জোট রাজ্যের সবকটি ১২৬টি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন অসম বিজেপি প্রদেশ সভাপতি দিলীপ শইকিয়া। তবে জোটসঙ্গীদের সঙ্গে আসন সমঝোতা এখনও চূড়ান্ত হয়নি বলেও স্পষ্ট করেন তিনি।

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় শইকিয়া বলেন, একটি নিরাপদ, উন্নত ও আত্মনির্ভরশীল অসম গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বিজেপি ও এনডিএ নির্বাচনী ময়দানে নামবে। তিনি বলেন, ১২৬টি আসনেই এনডিএ লড়বে, এটি আমাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিত। তবে আসন বণ্টন নিয়ে আলোচনা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

শইকিয়া আরও বলেন, এনডিএ জোট কেবলমাত্র 'দেখানোর জন্য' নয়, বরং রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে প্রতিটি শরিক দলই আন্তরিক। তিনি জানান, আসন সমঝোতা নিয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অসম গণ পরিষদের (এজিপি) সভাপতি অতুল বরা, মন্ত্রী কেশব মহন্ত এবং সাংসদ বিরেন্দ্র প্রসাদ বৈশ্য ও ফণী ভূষণ চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

কিছু আসন নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে বলেও তিনি স্বীকার করেন। শইকিয়ার কথায়, ''সীমা পুনর্নির্ধারণের পর কিছু আসন বাতিল হয়েছে, আবার কিছু আসনের চরিত্র বদলেছে। এই ধরনের সমস্যা থাকতেই পারে, তবে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের চেষ্টা করছি।

বর্তমানে বিজেপির সঙ্গে এনডিএ জোটে রয়েছে অসম গণ পরিষদ (এজিপি), ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারাল (ইউপিপিএল) এবং বোড়োল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ)। এছাড়াও রাভা হাসং যৌথ সংগ্রাম সমিতি (আরএইচজেএসএস) ও জনশক্তি পার্টিও রাজ্যে এনডিএ-র শরিক। নির্বাচনী কৌশল প্রসঙ্গে শইকিয়া বলেন, ২০২৬ সালের নির্বাচনে আমাদের মূল ফোকাস থাকবে উন্নয়নের উপর। নিরাপদ, উন্নত ও আত্মনির্ভরশীল অসম, এই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করেই আমাদের প্রচার চলবে।

তিনি আশা প্রকাশ করেন যে আদিবাসী ও স্থানীয় সংখ্যালঘুরা বিজেপির পাশে দাঁড়াবেন। একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন যে তাদের অধিকারও 'মিয়া'দের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য, 'মিয়া' শব্দটি মূলত অসমে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত একটি বিতর্কিত শব্দ, যা সাম্প্রতিক কালে ওই সম্প্রদায়ের কিছু অংশ প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে।মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি গৌরব গগৈয়ের পাকিস্তান-যোগ সংক্রান্ত অভিযোগ প্রসঙ্গে শইকিয়া বলেন, এটি কোনও নির্বাচনী ইস্যু নয়, এটি জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়। রাজনীতির ঊর্ধে বিষয়টি দেখা উচিত।

তিনি আরও বলেন, ৭ ফেব্রুয়ারি অসম মন্ত্রিসভায় এসআইটি রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হলে এবং পরদিন মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠক করলে আমরা বিস্তারিতভাবে বলতে পারব। সংবাদমাধ্যমে যা এসেছে, তাতে অভিযোগগুলির মধ্যে কিছুটা গুরুত্ব আছে বলেই মনে হচ্ছে।

যদি অভিযোগের পক্ষে প্রমাণ মেলে, তবে পুরো কংগ্রেসকেই জবাব দিতে হবে বলেও মন্তব্য করেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি। তিনি বলেন, সেক্ষেত্রে আমরা বিষয়টি জনসমক্ষে নিয়ে যাব এবং দেশের বিরুদ্ধে কাজ করা যে কোনও শক্তির বিরোধিতা করব।

এদিকে বৃহস্পতিবার বিজেপি রাজ্যজুড়ে 'বুথ বিজয় অভিযান' শুরু করেছে। শইকিয়া জানান, নির্বাচন কমিশনের খসড়া অনুযায়ী অসমে এবার ৩১,৪৮৬টি বুথ থাকবে, যেখানে ২০২১ সালে ছিল ২৯,৬৫৬টি। প্রায় ২৮,০০০ বুথে বিজেপির বুথ কমিটি সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। আমরা প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে ৫০টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরে লিফলেট বিতরণ করব।১২৬ সদস্যের অসম বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ আগামী মার্চ-এপ্রিল মাসে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মানুষ আপনাদের প্রত্যাখ্যান করেছে, প্রচারের জন্য আদালত ব্যবহার করছেন, জন সুরাজকে কড়া মন্তব্য প্রধান বিচারপতির

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি : বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল চ্যালেঞ্জ করে প্রশান্ত কিশোরের দল জন সুরাজের দায়ের করা আবেদন শুক্রবার খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, এই বিষয়ে শীর্ষ আদালত শুনানি করতে রাজি নয়।

নভেম্বরে অনুষ্ঠিত বিহার নির্বাচনে জন সুরাজ প্রথমবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও ২৩৮টি আসনে লড়ে একটিও আসন জিততে পারেনি। ওই নির্বাচনে জনতা দল (ইউনাইটেড) ও বিজেপি জোটের বিরুদ্ধে আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে ফলাফল বাতিলের দাবি জানিয়েছিল জন সুরাজ। শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি তীব্র মন্তব্য করে বলেন, আপনাদের দল কত ভোট পেয়েছে? মানুষ আপনাদের প্রত্যাখ্যান করেছে, আর এখন এই বিচারিক মঞ্চকে প্রচারের জন্য ব্যবহার করতে চাইছেন?

বিচারপতি জয়মাল্য বাগচিও জন সুরাজের আইনজীবীদের প্রশ্ন করে বলেন, আপনারা ক্ষমতায় এলে কি একই কাজ করবেন না? একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট আবেদনকারীদের বিহার হাইকোর্টে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। বেঞ্চের মন্তব্য, এটি সর্বভারতীয় কোনও বিষয় নয়। রাজ্যে হাইকোর্ট রয়েছে, সেই প্রতিকার গ্রহণ করুন।

সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে দায়ের করা আবেদনে জন সুরাজ অভিযোগ করেছিল, আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর থাকা অবস্থায় রাজ্য সরকার প্রতি পরিবারে একজন মহিলাকে ১০,০০০ টাকা দেওয়ার ঘোষণা করে, যা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের নীতির পরিপন্থী। দলের দাবি ছিল, এই সুবিধা ২৫ থেকে ৩৫ লক্ষ মহিলা ভোটারকে দেওয়া হয়েছে এবং তা শাসক দলের 'দুর্নীতিপূর্ণ আচরণ'-এর শামিল।

জন সুরাজের পক্ষে সওয়াল করে সিনিয়র আইনজীবী সিইউ সিং বলেন, আমি শুধু দুর্নীতিপূর্ণ আচরণের কথাই বলছি না, গোটা রাজ্য জুড়ে আদর্শ আচরণবিধি ভাঙার বিষয়টিও বিচারিক পর্যালোচনার আওতায় পড়ে। তবে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, নির্বাচনে দেখাতে হবে যে কোনও নির্দিষ্ট প্রার্থী এই সুবিধা পেয়ে লাভবান হয়েছে এবং সেটাই দুর্নীতিপূর্ণ আচরণ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

উল্লেখ্য, নির্বাচনী 'ফ্রি-বি' বা আর্থিক প্রতিশ্রুতির বিষয়টি ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের বিবেচনাধীন। আদালত আগেই মন্তব্য করেছে, রাজনৈতিক দলের আকর্ষণীয় প্রতিশ্রুতি রাজ্যগুলিকে আর্থিক দেউলিয়ার দিকে ঠেলে দিতে পারে। বিষয়টি তিন বিচারপতির বেঞ্চে পাঠানো হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে শুক্রবার আদালত জানায়, আমরা এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। তবে এমন আবেদনকারীর বক্তব্য শুনতে চাই, যাঁরা জনস্বার্থে কাজ করেন, এমন কোনও দলের নয় যারা সবকিছুতেই পরাজিত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, বিজেপি ও জেডিইউ-এর জন্য অতীতে একাধিক নির্বাচনী সাফল্যের রূপকার প্রশান্ত কিশোর নিজেই প্রথম নির্বাচনে 'ডুবে যাও বা ভেসে ওঠা'র ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর সেই পূর্বাভাসের দ্বিতীয় অংশই সত্যি হয়। ভোটগণনার শুরুতে জন সুরাজ চারটি আসনে এগিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত কোনও আসন জিততে পারেনি এবং দলের ভোট শতাংশ চার শতাংশেরও নিচে নেমে যায়।

জল বোর্ডের খোলা গর্তে পড়ে মৃত্যু দিল্লির যুবকের

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি : দিল্লির জনকপুরী এলাকায় জল বোর্ডের খোলা গর্তে পড়ে এক বাইক আরোহীর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে। এই ঘটনাকে ঘিরে শহরের নাগরিক নিরাপত্তা ও পুলিশের তৎপরতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

নিহত ব্যক্তির নাম কমল। তিনি কৈলাশপুরীর বাসিন্দা এবং রোহিণীতে একটি অফিসে কর্মরত ছিলেন। ঘটনার দিন গভীর রাতে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে জানা গেছে। কমলের পরিবারের সদস্যদের দাবি, সারা রাত তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁরা খোঁজ শুরু করেন। পরিবারের এক সদস্য জানান, আমরা জনকপুরী, সাগরপুর, বিকাশপুরী এমনকি রোহিণীর একাধিক থানায় গিয়েছি। কিন্তু কোথাও আমাদের অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে নেওয়া হয়নি।পরিবারের অভিযোগ, পুলিশ কমলকে খুঁজে বের করার বিষয়ে কোনও তাড়াহুড়ো দেখায়নি, ফলে সারারাত তাঁদের এক থানা থেকে অন্য থানায় ঘুরতে হয়েছে। পরদিন সকাল প্রায় সাড়ে সাতটা নাগাদ প্রশাসনের তরফে ফোন করে পরিবারের সদস্যদের জানানো হয়, একটি দেহ উদ্ধার হয়েছে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিবারের লোকজন দেখতে পান, জল বোর্ডের একটি গর্তের ভিতরে কমলের দেহ এবং তাঁর বাইক পড়ে রয়েছে। আত্মীয়দের অভিযোগ, জল বোর্ডের চরম গাফিলতির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। গর্তটি পথচারী ও যানবাহনের জন্য মারাত্মক বিপজ্জনক ছিল বলে তাঁদের দাবি। পরিবারের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, সম্ভবত কেউ তাঁকে ক্ষতি করে এই গর্তে ফেলে দিয়েছে। ঘটনার পরিস্থিতি নিয়ে তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখছেন এবং এটি নিছক দুর্ঘটনা নাকি এর পিছনে কোনও অপরাধমূলক যোগসূত্র রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে প্রমাণ সংগ্রহ করা হচ্ছে। এই ঘটনায় ফের একবার দিল্লির নাগরিক পরিকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং জননিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সংস্থাগুলির জবাবদিহি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

২০১৪ সাল থেকে হাইকোর্টে ১৭০ জন মহিলা বিচারপতি নিযুক্ত

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬: ভারতের সংবিধানের ১২৪, ২১৭ এবং ২২৪ অনুচ্ছেদের অধীনে সুপ্রিম কোর্ট ও হাই কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করা হয়। এই অনুচ্ছেদগুলিতে কোনো জাতি বা শ্রেণির জন্য সংরক্ষণের বিধান নেই।

মেমোরেন্ডাম অব প্রসিডিউর অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের প্রস্তাব শুরু করার দায়িত্ব ভারতের প্রধান বিচারপতির উপর ন্যস্ত, এবং হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের প্রস্তাব শুরু করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির উপর ন্যস্ত।

তবে সরকার বিচার বিভাগে সামাজিক বৈচিত্র্য বৃদ্ধির বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই লক্ষ্যে, সরকার হাইকোর্টগুলির প্রধান বিচারপতিদের অনুরোধ করে আসছে যে বিচারপতি নিয়োগের প্রস্তাব পাঠানোর সময় তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, সংখ্যালঘু এবং মহিলাদের মধ্যে উপযুক্ত প্রার্থীদের যথাযথ বিবেচনা করা হোক, যাতে হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগে সামাজিক বৈচিত্র্য নিশ্চিত করা যায়।

২০১৪ সাল থেকে হাইকোর্টে মোট ১৭০ জন মহিলা বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছেন, যার মধ্যে গত পাঁচ বছরে ৯৬ জন এবং সুপ্রিম কোর্টে ৬ জন মহিলা বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছেন। কেবলমাত্র সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম দ্বারা সুপারিশকৃত ব্যক্তিরাই সুপ্রিম কোর্ট ও হাই কোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন।

আইন ও বিচার মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) এবং সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল প্রদান করেন আজ লোকসভায় এই তথ্য জানিয়েছেন।

পাঞ্জাবের জলন্ধরে গুলিতে খুন আপ নেতা

চণ্ডীগড়, ৬ ফেব্রুয়ারি : পাঞ্জাবের জলন্ধরের মডেল টাউন এলাকায় শুক্রবার সকালে এক গুরুদ্বারের বাইরে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হলেন আম আদমি পার্টির (আপ) নেতা লাকি ওবেরয়। পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানানো হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ভগবন্ত মান নেতৃত্বাধীন আপ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণে নেমেছে বিরোধী দলগুলি।

জলন্ধর পুলিশের এক সিনিয়র আধিকারিক জানান, শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ওবেরয়কে অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু সেখানেই তিনি মারা যান।

৩৮ বছর বয়সি লাকি ওবেরয় জলন্ধরভিত্তিক আপ নেতা ছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি নিজের গাড়িতে করে গুরুদ্বারে এসেছিলেন এবং প্রণাম সেরে মাহিন্দ্রা থার রক্স গাড়িতে করে বেরোনোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সেই সময় দু'চাকার গাড়িতে আসা দুষ্কৃতীরা তাঁকে লক্ষ্য করে ৮ থেকে ১০ রাউন্ড গুলি চালায়।

জলন্ধরের এসিপি পরমিন্দর সিং জানান, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। হামলাকারীরা গুলি চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, দুষ্কৃতীরা আগেই ওবেরয়ের গতিবিধির উপর নজরদারি চালিয়ে থাকতে পারে। হামলায় ওবেরয়ের গাড়ির কাচ ভেঙে যায়, পাশাপাশি পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকটি গাড়ির কাচও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনার পরপরই বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তদন্ত শুরু হয়েছে এবং হামলাকারীদের শনাক্ত করতে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

একটি বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক জানান, সকাল প্রায় ৮টা ১০ মিনিট নাগাদ ওবেরয়কে হাসপাতালে আনা হয়। চিকিৎসকের কথায়, তিনি তখন অচেতন ছিলেন এবং রক্তচাপ মাপা যাচ্ছিল না। তাঁর উপর আট থেকে নয় রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছিল। একটি গুলি বুক ভেদ করে বেরিয়ে যায়। সবরকম চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি বলে জানান তিনি।

এই ঘটনার পর বিরোধী দলগুলি মান সরকারের তীব্র সমালোচনা করে আইনশৃঙ্খলার সম্পূর্ণ ভাঙনের অভিযোগ তোলে। বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা প্রতাপ সিং বাজওয়া এক্স-এ লেখেন, জলন্ধরে গুরুদ্বারের বাইরে দিনের আলোয় আপ নেতাকে খুনের ঘটনা ভয়াবহ বাস্তবতাকে সামনে এনেছে। শাসক দলের নেতারাই যদি নিরাপদ না থাকেন, তবে সাধারণ মানুষের ভবিষ্যৎ কী?

শিরোমণি অকালি দল সভাপতি সুখবীর সিং বাদলও মান সরকারকে আক্রমণ করে বলেন, আম আদমি পার্টির 'জিরো ফিয়ার' সরকারের অধীনে পাঞ্জাব রক্তাক্ত হচ্ছে। নিজের সরকারের মধ্যেই আপ নেতারা নিরাপদ নন। তিনি দাবি করেন, জানুয়ারি মাসেই প্রায় ২৫টি খুন হয়েছে। অকালি দল নেতা বিক্রম সিং মাজিথিয়া বলেন, এটাই এখন পাঞ্জাবের নতুন স্বাভাবিক অবস্থা, যেখানে ইচ্ছে খুন করা যায়। আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে।

পাঞ্জাব কংগ্রেস সভাপতি অমরিন্দর সিং রাজা ওয়ারিং বলেন, আপ শাসনে পাঞ্জাবে কেউই নিরাপদ নয়। রাজ্যকে 'জঙ্গলরাজ'-এর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তরুণ চুঘও এই হত্যাকাণ্ডকে 'ভয়াবহ সতর্কবার্তা' বলে উল্লেখ করে বলেন, শাসক দলের নেতারাই যদি প্রকাশ্য স্থানে খুন হন, তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? তিনি অভিযোগ করেন, আপ সরকার জননিরাপত্তার বদলে প্রচারেই বেশি ব্যস্ত।

বোমা হুমকির ই-মেলে ফের চাঞ্চল্য ওড়িশার আদালতগুলিতে, হাই অ্যালার্ট জারি

ভুবনেশ্বর, ৬ ফেব্রুয়ারি : বোমা বিস্ফোরণের হুমকি দিয়ে পাঠানো অজ্ঞাতপরিচয় ই-মেলের জেরে শুক্রবার ফের আতঙ্ক ছড়াল ওড়িশার একাধিক জেলা আদালতে। কটক, ফুলবানি ও পুরীর জেলা জজ আদালতে এই ধরনের হুমকি ই-মেল পৌঁছনোর পরই জরুরি ভিত্তিতে আদালত চত্বর খালি করা হয় এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই ই-মেলগুলিতে আদালত চত্বরে বোমা পুঁতে রাখার দাবি করা হয়। এর ফলে বিচারক, আইনজীবী, আদালতের কর্মী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আদালতের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ রেখে পুলিশ আদালত ভবন খালি করে দেয় এবং প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দল ও স্নিফার ডগ স্কোয়াড। আদালত চত্বরের প্রতিটি কোণায় তল্লাশি চালানো হয়। স্থানীয় পুলিশের পাশাপাশি ক্রাইম ব্রাঞ্চের সাইবার সেলের বিশেষজ্ঞরাও তদন্তে নেমেছেন। ই-মেল পাঠানোর আইপি অ্যাড্রেস ও উৎস শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।পুরীর পুলিশ সুপার প্রতীক সিং বলেন, বোমা হুমকির খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আদালত চত্বর খালি করে দিই। স্থানীয় পুলিশ, বোমা স্কোয়াড ও স্নিফার ডগের সাহায্যে প্রতিটি কোণ ভালোভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে। সমস্ত যানবাহন তল্লাশি করা হয়েছে। চত্বর সম্পূর্ণভাবে স্যানিটাইজ করা হচ্ছে। খুব শিগগিরই আদালতের কাজকর্ম পুনরায় শুরু করার চেষ্টা চলছে।সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, কোনও আদালত চত্বর থেকেই এখনও পর্যন্ত কোনও বিস্ফোরক বা সন্দেহজনক বস্তু উদ্ধার হয়নি। প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা, এটি ভুয়ো হুমকির ঘটনা হতে পারে।উল্লেখ্য, গত মাসেও ওড়িশার বিভিন্ন আদালতে একই ধরনের বোমা হুমকির ঘটনা ঘটেছিল। জানুয়ারি মাসে কটক, সম্বলপুর, দেওগড়সহ একাধিক জেলায় আদালত লক্ষ্য করে ভুয়ো হুমকি ই-মেল পাঠানো হয়েছিল। পরপর এই ধরনের ঘটনার জেরে রাজ্যের আদালতগুলির নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

জম্মু মেট্রো নিয়ে অগ্রগতির ইঙ্গিত রেলমন্ত্রীর, কেরালায় প্রকল্পের অগ্রগতির জন্য রাজ্য সরকারের সহযোগিতার আহ্বান

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তর পর্ব ও শূন্যকালীন আলোচনায় দেশের পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বক্তব্য রাখলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। আলোচনায় জম্মুতে মেট্রো পরিষেবা চালুর সম্ভাবনা, জমি ও পরিবেশগত সমস্যায় আটকে থাকা প্রকল্প, প্রিমিয়াম ট্রেন পরিষেবার দাবি এবং কেরালায় চলমান রেল প্রকল্পগুলি বিশেষভাবে উঠে আসে।

প্রশ্নোত্তর পর্বে বিজেপি মনোনীত সাংসদ গুলাম আলি জম্মুতে মেট্রো পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এর উত্তরে রেলমন্ত্রী জানান, বিষয়টি মেট্রোর দায়িত্বে থাকা মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টরের কাছে তিনি পাঠাবেন। একই সঙ্গে তিনি স্বীকার করেন, জম্মু ও কাশ্মীরের মতো উচ্চ পার্বত্য এলাকায় রেল পরিষেবা পরিচালনা করা একটি জটিল বিষয়।

বৈষ্ণব বলেন, উচ্চতায় রেল পরিচালনা করা জটিল। জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য ট্রেনের বিশেষ নকশা প্রয়োজন। সেই নকশা প্রস্তুত রয়েছে এবং আমরা খুব শিগগিরই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চলেছি।" তাঁর এই বক্তব্য জম্মুতে মেট্রো বা মেট্রো সদৃশ পরিষেবা চালুর ক্ষেত্রে অগ্রগতির ইঙ্গিত বলে মনে করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, মূল রেললাইনের শাখা লাইন বসানো হবে না, কারণ তাতে আপেল বাগানের ক্ষতি হচ্ছে এবং কৃষকদের পক্ষ থেকে আপত্তি জানানো হয়েছে।

শূন্যকালীন আলোচনায় রেলমন্ত্রী কেরালার সিলভার লাইন আধা-উচ্চগতির রেল প্রকল্প নিয়ে কথা বলেন এবং জানান, এই প্রকল্পের সঙ্গে বড় ধরনের পরিবেশগত সমস্যা জড়িয়ে রয়েছে। তিনি বলেন, সিলভার লাইন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব অত্যন্ত গুরুতর। রাজ্য সরকারের উচিত কেন্দ্রকে সহযোগিতা করা, কারণ জমি অধিগ্রহণ অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে এবং এই কারণেই বহু রেল প্রকল্প ঝুলে রয়েছে। তিনি রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানান, যাতে জাতীয় স্তরের প্রকল্পগুলিতে দেরি কাটাতে আরও সহযোগিতা করা হয়।

এই আলোচনায় মহারাষ্ট্রের বিজেপি সাংসদ ড. মেধা বিশ্রম কুলকর্ণী দিল্লি-পুণে রুটে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালুর দাবি জানান। তিনি বলেন, দিল্লি ও পুণের মধ্যে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালু করা উচিত। দিল্লি থেকে বহু মানুষ কাজের জন্য পুণেতে যান। পুণেকে উপেক্ষা করা উচিত নয় এবং এই শহরের জন্য প্রিমিয়াম রেল পরিষেবা প্রয়োজন।

কেরালা. আঙ্গামালি-সাবরিমালা রেল প্রকল্প প্রসঙ্গে, যা দীর্ঘদিন ধরে জমি অধিগ্রহণ সমস্যার কারণে থমকে রয়েছে, রেলমন্ত্রী মন্তব্য করেন, কেরালায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে আঙ্গামালি-সাবরিমালা প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

আগরতলার ছাত্র যুব ভবনে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন। ছবি নিজস্ব।

কাজের সন্ধান

ইন্ডিয়ান অয়েলে চাকরির লক্ষ্যে ৩৯৪ এপ্রেন্টিস, অনলাইনে আবেদন

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড বা আই.ও.সি.এল-এ এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। মোট শূন্যপদ ঃ ৩৯৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি। বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

মহারত্ন, মিনিরত্ন ইত্যাদি কর্পোরেট সেক্টরগুলোতে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড বা আই.ও.সি.এল-এ বিশেষ করে সারা দেশ জুড়ে, দেশের প্রায় সব কয়টি রাজ্যে টেকনিক্যাল এবং নন্-টেকনিক্যাল ট্রেডে এপ্রেন্টিস হিসেবে ৩৯৪ জনকে বাছাইয়ের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। নিয়োগের সময় শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তেও পারে। আইওসিএল-এ ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩১-০১-২০২৬-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। সরকারি নিয়মানুসারে এসসি, এসটি, ওবিসি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি তাঁদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন রাজ্য ও ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'আই.ও.সি.এল'-এর ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। সারা দেশের সবকটি ডিভিশনের পাশাপাশি পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর জন্য বিশেষ করে ৯টি রিফাইনারি ডিভিশনের জন্য সাধারন প্রার্থী এবং ক্যাটেগরি ভিত্তিক নির্দিষ্ট আসন রয়েছে, সংরক্ষিত হিসেবে। এভাবেই রাজ্যওয়ারি বা ডিভিশন ভিত্তিক বিস্তারিত বিভাজন ও বিন্যাস দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে রাজ্যভিত্তিক বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন আইওসিএল-এর ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ঃ পিএল/ এইচআর/ ইএসটিবি/এপ্রেন্টিস (২০২৫)-২ (এসইউপিপি), তারিখ ২৩ জানুয়ারি, ২০২৬।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই' বা 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। নিয়োগের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৭০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ২০-৩০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। প্রার্থীবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। সময় দুই ঘন্টা। আবেদনকারী প্রার্থীরা নিয়মিত এঁদের ওয়েবসাইটে নজর রাখতে বলা হয়েছে। মেধাভিত্তিক প্রার্থিবাছাই পদ্ধতি তথা লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

মাধ্যমিক পাশদের ডাকবিভাগে চাকরি পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ ২৮,৬৩৫ জন

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ভারতীয় ডাকবিভাগে জিডিএস বা গ্রামীণ ডাক সেবক পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি। সারা দেশ জুড়েই ভারতীয় ডাকবিভাগের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। এর মধ্যে ত্রিপুরার নির্দিষ্ট ডিভিশন আগরতলা ও ধর্মনগরের জন্যও নিয়োগ হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন ডাকঘরের জন্য গ্রামীণ ডাক সেবক পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্তত মাধ্যমিক পাশ, কম্পিউটার জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (এসসি/এসটি - ৪৫ বছর, ওবিসি - ৪৩ বছর, শাঃপ্রঃ - ৫০ বছর), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি। মাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই।

মূল কথা হলো — সারা দেশ জুড়ে গ্রামীণ ডাক সেবক, ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার পদে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার, গ্রামীণ ডাক সেবক মেল ডেলিভার পদে, গ্রামীণ ডাক সেবক মেল কেরিয়ার পদে সব মিলে মোট ২৮,৬৩৫ জন গ্রামীণ ডাক সেবক নিয়োগ করবে ভারতীয় ডাকবিভাগের সব কটি সার্কেলের বিশেষ করে সমস্ত ডিভিশনে। মোট ২৮,৬৩৫টি শূন্যপদগুলোর মধ্যে অবশ্যই অসংরক্ষিত কোটা যেমন রয়েছে, তেমনি এসসি, এসটি এবং ওবিসি'র জন্যও নির্দিষ্ট সংখ্যক কোটা রয়েছে। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। সামগ্রিক হিসেবে পূর্বোত্তর সার্কেলের জন্য রয়েছে প্রচুর শূন্যপদ। তবে মোট শূন্যপদের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। ১২ শতাংশ এসসি প্রার্থীর জন্য, ১০ শতাংশ এসটি প্রার্থীর জন্য, ২০ শতাংশ পদ ওবিসি প্রার্থীর জন্য এবং ৮ শতাংশ পদ ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য রয়েছে বেশ কিছু পদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন, রাজ্যভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েবসাইটে এর বিজ্ঞপ্তিতে। প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য কোনও রকম লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে না। প্রাথমিকভাবে প্রার্থীবাছাই হবে মাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে। এরপর হবে যাবতীয় নথিপত্র যাচাই। যোগ্যতা - অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ। সাথে কোনও স্বীকৃত কম্পিউটার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে কম্পিউটার ট্রেনিংয়ের অন্তত ২ মাস মেয়াদের সার্টিফিকেটধারী হলে অগ্রাধিকার পাবেন। উচ্চতর যোগ্যতার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন, তবে উচ্চতর যোগ্যতার প্রার্থীরা কোনও বাড়তি সুবিধা পাবেন না। বয়স হতে হবে ১৬-০২-২০২৬ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। এসসি/ এসটিরা ৫, ওবিসিরা ৩ এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাড় পাবেন। শূন্যপদের বিস্তারিত বিবরণ অর্থাৎ কোন্ পোস্ট অফিসের অধীনে কতজন নিয়োগ করা হবে তার বিশদ তালিকা পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

আবেদন করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটের লগঅন্ করে ১৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের ফি জমা করার জন্য রেজিস্ট্রেশন নম্বর, রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও দরখাস্তের প্রিন্ট আউট বের করে রাখার পাশাপাশি নিয়োগ সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

এক নজরে

চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **স্পোর্টস পার্সন (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৫৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও স্কিল টেস্ট-এর কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ইন্ডিয়ান অয়েল),**
শূন্যপদ ঃ ৩৯৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি,
পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সায়েন্টিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার (ইসরো),**
শূন্যপদ ঃ ৪৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক, বিএসসি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ ফেব্রুয়ারি,
বাছাই পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **গ্রামীণ ডাক সেবক, ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার (ডাক বিভাগ),**
শূন্যপদ ঃ ২৮,৬৩৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততঃপক্ষে মাধমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ (সাই),**
শূন্যপদ ঃ ৩২৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে, দক্ষ ক্রীড়াবিদ আবশ্যক,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি,
পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **নন্-একাডেমিক, অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিসার, একাউন্ট্যান্ট (এনসিইআরটি),**
শূন্যপদ ঃ ১৭৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে, পিজি পাশ হলে বিশেষ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্ভে অফিসার, কানুনগো/ রেভিনিউ ইন্সপেক্টর, সার্ভেয়ার, তহশিলদার, আমিন (উনকোটি, ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১১টি,
যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট পদ থেকে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি হতে হবে,
বয়স ঃ সদ্য রিটায়ার্ডরা অগ্রাধিকার পাবেন,
দরখাস্ত পৌঁছানার শেষ তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ নির্দিষ্ট কেন্দ্রে, ১৮ ফেব্রুয়ারি।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইন্সুরেন্স এম.ও (ই.এস.আই.সি),**
শূন্যপদ ঃ ২২৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সি.বি. অফিসার (এস.বি.আই),**
শূন্যপদ ঃ ২২৭৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ ফেব্রুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা মার্চে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার, অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৪১৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক ডিগ্রি পাশ হতে হবে, এমসিএ পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২২-৩৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ ফেব্রুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা মার্চ বা এপ্রিলে, কেন্দ্র গুয়াহাটি/ কলকাতার মতো সারা দেশে বড় শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, প্রজেক্ট টেকনেশিয়ান (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ৮০৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক ডিগ্রি পাশ হতে হবে, এমসিএ পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২২-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **একাডেমিক পদ, প্রফেসর, লাইব্রেরিয়ান (এনসিইআরটি),**
শূন্যপদ ঃ ১৭৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয়ে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

অনলাইনে আবেদন ও পরীক্ষার মাধ্যমে স্টেট ব্যাঙ্কে ২২৭৩ নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় বা এসবিআই-তে সি.বি.ও বা সার্কেল বেইসড অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২৭৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক, ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ ফেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা মার্চে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে সি.বি.ও বা সার্কেল বেইসড অফিসার পদে ২২৭৩ জন নিয়োগ হচ্ছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩১-১২-২০২৫-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ২২৭৩-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৩২৭টি, এসটি'র জন্য ৩০২টি, ওবিসি'র জন্য ৫৯২টি এবং ই.ডব্লিও.এস-এর জন্য ২০০টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৮৫২টি পদ জেনারেল বা সাধারন প্রার্থীদের জন্য। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ৮৮টি পদ। ব্যাকেলগ শূন্যপদ রয়েছে ২২৩টি। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক। অর্থাৎ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক, ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। ফিনান্স বা ব্যাঙ্কিং সেক্টরে ১ বা ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, সরাসরি সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১২০ নম্বরের, সময় ২ ঘন্টা। অনলাইনে পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। পরীক্ষা মার্চে, তবে নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশেই। তবে দরখাস্ত পূরণের সময় তা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা আবশ্যক। তবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা শর্ট লিস্টেড প্রার্থীরাই কেবলমাত্র ডাক পাবেন ইন্টারভিউর জন্য। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে অনলাইন পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১৮ ফেব্রুয়ারি। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের সমস্ত সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * রেল মন্ত্রকে **স্পোর্টস পার্সন** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও স্কিল টেস্ট-এর কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* ইন্ডিয়ান অয়েলে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৯৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি, পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ইসরো-তে **সায়েন্টিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক, বিএসসি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ ফেব্রুয়ারি, বাছাই পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ভারতীয় ডাক বিভাগে **গ্রামীণ ডাক সেবক, ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৮,৬৩৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততঃপক্ষে মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* সাই বা স্পোর্টস অথরিটিতে **অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩২৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে, দক্ষ ক্রীড়াবিদ আবশ্যক, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি, পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* এনসিইআরটি-তে **নন্-একাডেমিক, অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিসার, একাউন্ট্যান্ট**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে, পিজি পাশ হলে বিশেষ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* ত্রিপুরার উনকোটি জেলায় **অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্ভে অফিসার, কানুনগো/ রেভিনিউ ইন্সপেক্টর, সার্ভেয়ার, তহশিলদার, আমিন** ইত্যাদিপদে নিয়োগের জন্য প্রথমে সরাসরি দরখাস্ত এবং পরে ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। শূন্যপদ ঃ ১১টি, যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট পদ থেকে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি হতে হবে, বয়স ঃ সদ্য রিটায়ার্ডরা অগ্রাধিকার পাবেন, দরখাস্ত পৌঁছানার শেষ তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ নির্দিষ্ট কেন্দ্রে, ১৮ ফেব্রুয়ারি।* ই.এস.আই.সি-তে **ইন্সুরেন্স এম.ও** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

2nd &4th page Jagaran (3).pmd 2 06-02-2026, 23:04

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে মূল্যস্ফীতি ২.১ শতাংশে নামবে বলে পূর্বাভাস আরবিআইয়ের

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি : রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (আরবিআই) শুক্রবার জানিয়েছে, চলতি অর্থবর্ষ ২০২৫-২৬ সালে খুচরো মূল্যস্ফীতি গড়ে ২.১ শতাংশে থাকবে বলে তাদের অনুমান। তবে একই সঙ্গে ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, জ্বালানি দামের অস্থিরতা এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার ঘটনাকে সম্ভাব্য ঊর্ধমুখী ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক।

মৌদ্রিক নীতি সংক্রান্ত বিবৃতি পেশ করতে গিয়ে আরবিআই গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা বলেন, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ভোক্তা মূল্য সূচক (সিপিআই) ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি তুলনামূলকভাবে নিম্ন স্তরে ছিল, যদিও সামান্য ঊর্ধগতি লক্ষ্য করা গেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মতে, অর্থবর্ষের শেষ ত্রৈমাসিকে মূল্যস্ফীতির গতিপথে কিছু পরিবর্তন দেখা দিতে পারে।

আরবিআই জানিয়েছে, গোটা বছরের গড় মূল্যস্ফীতি যেখানে ২.১ শতাংশ ধরা হয়েছে, সেখানে ২০২৬ সালের জানুয়ারি- মার্চ ত্রৈমাসিকে মূল্যস্ফীতি ৩.২ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। গভর্নর স্পষ্ট করেন, এই বৃদ্ধি মূলত প্রযুক্তিগত কারণে, কারণ আগের বছরের একই সময়ে দামের তীব্র পতনের ফলে বেস ইফেক্ট প্রতিকূল হয়েছে।

আগামী অর্থবর্ষ ২০২৬-২৭-এর দিকে তাকিয়ে আরবিআই জানিয়েছে, প্রথম ত্রৈমাসিকে মূল্যস্ফীতি ৪ শতাংশ এবং দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ৪.২ শতাংশ হতে পারে। গভর্নর বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে মূল্যস্ফীতির যে সামান্য বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে, তার প্রধান কারণ খাদ্যপণ্যের দামে মন্দাভাবের গতি ধীর হওয়া। অস্থির উপাদান যেমন সোনা বাদ দিলে কোর মূল্যস্ফীতি প্রায় ২.৬ শতাংশের কাছাকাছি স্থিতিশীল রয়েছে।

খাদ্যপণ্যের দামের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী আরবিআই জানিয়েছে, ভালো খরিফ উৎপাদন, পর্যাপ্ত খাদ্যশস্যের বাফার মজুত এবং সন্তোষজনক জলাধারের স্তর পরিস্থিতিকে সহায়তা করছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মতে, মূল্যবান ধাতুর দামে বড় ধরনের অস্থিরতা না থাকলে কোর মূল্যস্ফীতি একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই থাকবে। তবে ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও জ্বালানি দামের ওঠানামা ঝুঁকি হিসেবেই থেকে যাচ্ছে।

অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরবিআই আগামী অর্থবর্ষ ২০২৬-২৭-এর প্রথম দুই ত্রৈমাসিকের জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস ঊর্ধমুখী সংশোধন করেছে। ২০২৬-২৭-এর প্রথম ত্রৈমাসিকে প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৯ শতাংশ এবং দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ৭ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। গত ডিসেম্বরের নীতিগত বৈঠকে এই হার যথাক্রমে ৬.৭ শতাংশ ও ৬.৮ শতাংশ ধরা হয়েছিল।

গভর্নর জানান, পুরো ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বৃদ্ধির পূর্বাভাস এপ্রিল মাসের নীতিগত বৈঠকে ঘোষণা করা হবে, কারণ চলতি মাসের শেষে নতুন জিডিপি সিরিজ প্রকাশিত হবে এবং সেটি মূল্যায়নের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

মালহোত্রা বলেন, ভারতীয় অর্থনীতি ধীরে ধীরে উন্নতির পথে রয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধি ৭.৪ শতাংশে পৌঁছাতে পারে, যা আগের বছরের তুলনায় বেশি। তিনি জানান, বৈশ্বিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত ভোগব্যয় ও স্থায়ী বিনিয়োগ অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে সমর্থন করছে, যদিও আমদানি রফতানির তুলনায় বেশি হওয়ায় বৈদেশিক চাহিদা এখনও চাপ সৃষ্টি করছে।

সরবরাহের দিক থেকে প্রকৃত মোট মূল্য সংযোজন (জিভিএ) বৃদ্ধির হার ৭.৩ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হয়েছে, যেখানে পরিষেবা খাতের শক্তিশালী পারফরম্যান্স এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে।

ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আরবিআই জানিয়েছে, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ স্থিতিশীল থাকবে বলেই আশা করা হচ্ছে। পর্যাপ্ত জলাধার ও শক্তিশালী রবি বপনের ফলে কৃষিক্ষেত্রের সম্ভাবনা ভালো। কর্পোরেট ফলাফলের উন্নতি ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের গতি বজায় থাকায় উৎপাদন খাত উপকৃত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। নির্মাণ ক্ষেত্রও শক্তিশালী থাকবে এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির জেরে পরিষেবা খাতের স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে।

গভর্নর আরও জানান, গ্রামীণ চাহিদা কৃষিকাজ ও শ্রমবাজারের উন্নতির ফলে স্থিতিশীল রয়েছে, অন্যদিকে জিএসটি যুক্তিকরণ ও সুদের হার নরম হওয়ার প্রভাবে শহুরে ভোগব্যয় আরও বাড়তে পারে। পাশাপাশি, উচ্চ উৎপাদন সক্ষমতার ব্যবহার, ব্যাঙ্কঋণের বৃদ্ধি, সহায়ক আর্থিক পরিস্থিতি এবং পরিকাঠামোতে সরকারের অব্যাহত জোর বিনিয়োগের গতি আরও বাড়াবে বলে আরবিআই মনে করছে।

৫.২৫ শতাংশ : রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখল আরবিআই

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি : রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (আরবিআই) শুক্রবার জানিয়েছে, মুদ্রানীতি কমিটি (এমপিসি) সর্বসম্মতভাবে নীতিগত রেপো রেট ৫.২৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তার 'নিরপেক্ষ' মুদ্রানীতি অবস্থান বজায় রেখেছে। নীতিগত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে গিয়ে আরবিআই গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা বলেন, পরিবর্তিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তারিত মূল্যায়নের পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মালহোত্রা বলেন, শেষ নীতিগত বৈঠকের পর থেকে বৈশ্বিক প্রতিকূলতা কিছুটা বেড়েছে। তবে সাম্প্রতিক বাণিজ্য চুক্তিগুলি সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় অর্থনৈতিক সম্ভাবনার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ইঙ্গিত মিলছে। সামগ্রিকভাবে, স্বল্পমেয়াদে দেশের মূল্যস্ফীতি ও বৃদ্ধির চিত্র অনুকূল রয়েছে।

রেপো রেট অপরিবর্তিত থাকায় স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) রেট ৫ শতাংশেই বহাল থাকছে। পাশাপাশি মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি (এমএসএফ) রেট এবং ব্যাঙ্ক রেটও ৫.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

এমপিসির এই সিদ্ধান্তে ঘরোয়া অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়াস প্রতিফলিত হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে বৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির ধারা ইতিবাচক থাকলেও, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও বড় অর্থনীতিগুলির মুদ্রানীতিগত পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করেছে কমিটি।বিশ্ব অর্থনীতির দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রধান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির মুদ্রানীতিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ ও ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড তাদের সাম্প্রতিক নীতিগত বৈঠকে সুদের হার অপরিবর্তিত রেখেছে, ২০২৫ সালে একাধিকবার সুদের হার কমানোর পর।

অন্যদিকে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব অস্ট্রেলিয়া আর্থিক বাজারকে চমকে দিয়ে দু'বছর পর প্রথমবার সুদের হার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা তাদের নীতিগত অবস্থানে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে, পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রকের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ভোক্তা মূল্য সূচক (সিপিআই) ভিত্তিক বার্ষিক মূল্যস্ফীতি ছিল ১.৩৩ শতাংশ, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

এই নিম্ন মূল্যস্ফীতির হার নীতিনির্ধারকদের কিছুটা স্বস্তি দিলেও, বৈশ্বিক পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়ে সতর্ক নজর রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে আরবিআই। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পুনরায় জানিয়েছে, আগামী দিনে মুদ্রানীতির যে কোনও সিদ্ধান্ত আসন্ন অর্থনৈতিক তথ্য ও পরিবর্তনশীল সামষ্টিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। মূল্যস্থিতি বজায় রাখার পাশাপাশি অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে সমর্থন করাই আরবিআইয়ের মূল লক্ষ্য থাকবে বলে গভর্নর স্পষ্ট করেন।

জম্মু ও কাশ্মীরে ১,১৩,৭৬৭ কোটি টাকার বাজেট পেশ, বিনিয়োগ ও উদ্ভাবনের দিকে গুরুত্ব মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ-র

জম্মু, ৬ ফেব্রুয়ারি : জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ শুক্রবার বিধানসভায় ২০২৬-২৭ সালের জন্য ১,১৩,৭৬৭ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই বাজেট সংযুক্ত অঞ্চলকে টেকসই বৃদ্ধির, সামাজিক সমন্বয় এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে ধাবিত করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমার গভীর বিনয় এবং অটল সংকল্প নিয়ে আজ আমি দ্বিতীয় বাজেট পেশ করছি। আমাদের জম্মু ও কাশ্মীরকে একটি আধুনিক, প্রগতিশীল এবং অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা বিনিয়োগ, উদ্ভাবন ও অংশগ্রহণমূলক শাসনকে প্রাধান্য দিচ্ছি।

বাজেটকে উন্নয়নের রোডম্যাপ হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, এই বাজেট শুধুমাত্র সংখ্যার হিসাব নয়, এটি একটি আর্থিক কম্পাস, যা আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে দিশা দেখায়। এটি দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, সামাজিক সমন্বয় এবং টেকসই সমৃদ্ধির জন্য শক্ত ভিত্তি স্থাপন করে।

মুখ্যমন্ত্রী সংসদের সদস্যদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমাদের এই যৌথ যাত্রায়, আমি এই গৌরবময় হাউসের প্রতিটি সদস্যকে একসাথে কাজ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে আমরা একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ জম্মু ও কাশ্মীর গড়ে তুলতে পারি।

উল্লেখযোগ্যভাবে, বাজেটে বিনিয়োগ ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বাজেট তৈরি করা হয়েছে নির্বাচিত প্রতিনিধি, শিল্পনেতা এবং স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বিস্তৃত পরামর্শের মাধ্যমে, যাতে এটি জনগণকেন্দ্রিক থাকে। গত বছরের চ্যালেঞ্জগুলির কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভৌগোলিক অবস্থা, পাহালগাম সন্ত্রাসী হামলা এবং জম্মু অঞ্চলের কয়েকটি অংশে প্রবল বন্যা অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে প্রভাবিত করেছে। পর্যটন, হস্তশিল্প, উদ্যানজাত পণ্য এবং কৃষিসহ সব খাতের ওপর প্রভাব পড়ায় কর্মসংস্থান হ্রাস এবং পরিবারগুলির আর্থিক কষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাজেটের মূল দিকগুলো হল, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (ঞ্চঞ্চু) মাধ্যমে ৩.২১ লক্ষের বেশি ঘর সম্পন্ন, আরও ১৪,০০০ নির্মাণাধীন, ২০২৬ সালে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, ২,৯৬৩ জন মহিলা 'লাখপতি দিদি', জম্মু ও কাশ্মীরে নতুন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য নতুন কাঠামো, পরবর্তী অর্থবছরে দুটি আয়ুষ হাসপাতাল, ২০২৬ সালে এইমস কাশ্মীর কার্যক্রম শুরু, ২০০টি নতুন ই-বাস ঘোষণা, সম্প্রসারিত পিইটি স্ক্যান ও মোবাইল মেডিকেল ইউনিট এবং ৫৫৪টি স্কুলে পেশাদার শিক্ষার প্রবর্তন।মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের লক্ষ্য হলো যুবক ও মহিলাদের জন্য সুযোগ তৈরি করা, বেসরকারি রাজস্ব এবং করবিহীন আয় প্রায় ২৫ শতাংশ বাজেটের চাহিদা মেটায়। বাকি অংশ কেন্দ্রের বিশেষ সহায়তা ও ঋণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পূরণ করা হবে।তিনি কেন্দ্রের সহযোগিতার প্রশংসা করে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের আর্থিক চ্যালেঞ্জগুলোকে স্বীকার করে বিশেষ সহায়তার মাধ্যমে সমর্থন করেছে। এই তহবিল অবকাঠামো উন্নয়ন, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও বন্যা-প্রভাবিত অঞ্চলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাজে ব্যবহার করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী আগামী মাসগুলিতে দৈনিক মজুরিদের নিয়মিতকরণের রোডম্যাপও ঘোষণা করবেন, যাদের অবদান এবং সেবাকে তিনি বিশেষভাবে সম্মান জানিয়েছেন।

One time financial support সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

bms.tripura.gov.in এর মাধ্যমে এককালীন আর্থিক সহায়তা (One time financial support for economically weaker meritorious OBC students) ২০২৫-২৬ ইং অর্থ বছরের জন্য যেসমস্ত OBC ছাত্রছাত্রীরা Online দরখাস্ত করতে ইচ্ছুক, তাদেরকে এই One time financial support সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এই Website:www.obcw.tripura.gov.in এর মাধ্যমে অবগত হওয়ার জন্য বলা হচ্ছে এবং এই নম্বরে ০৩৮১-২৩২-৯০৩৪, ৮৭২৯৮৯৯৩৩২ যোগাযোগ করা যাবে। উল্লেখ্য যে ছাত্র ছাত্রীদের - Online আবেদন করার সময়সীমা আগামী ছাত্রীদের-Online ২৮/০২/২০২৬ ইং তারিখ পর্যন্ত ধার্য্য করা হয়েছে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর, গোর্খাবস্তি, এয়ারপোর্ট রোড, আগরতলা যোগাযোগ করা যেতে পারে। ওয়েবসাইটঃ www.obcw.tripura.gov.in, Instagram:- https://www.instagram.com/obcwelfaretripura

Facebook Page:- Directorate for Welfare of Other Backward Classes, Govt. of Tripura, Whatsapp Number - 8729899332

(নির্মল অধিকারী, আই.এ.এস)
অতিরিক্ত সচিব এবং অধিকর্তা
অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর

ICA/D-1931/26

PNIT No. 41/EE/PWD(R&B)/KHW/2025-26 date: 03-02-2026

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B) on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	Name of work/ DNIeT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	DNIeT No:117/EE/ PWD(R&B)/KHW/ 2025026	24,25,263.00	48,505.00	90(Ninety)days
2	DNIeT No:118/EE/ PWD(R&B)/KHW/ 2025026	24,03,691.00	48,074.0	120(One hundred twenty) Days
3	DNIeT No:119/EE/ PWD(R&B)/KHW/ 2025026	23,54,381.00	47,089.00	90(Ninety)days
4	DNIeT No:120/EE/ PWD(R&B)/KHW/ 2025026	24,00,520.0	48,010.00	90(Ninety)days
5	DNIeT No:121/EE/ PWD(R&B)/KHW/ 2025026	24,13,075.00	48,262.00	90(Ninety)days

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-4164/26

Executive Engineer
Khowai Division, PWD(R&B)
Khowai Tripura

PRESS SHORT NOTICE INVITING e-TENDER NO. 12/EE/LTV/ PWD(R&B)/M/2025-26 Dated. 30/01/2026

The Executive Engineer, PWD(R&B) LTV Division, Manu, Dhalai, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender for the following works:-

i) DNIe-T No:- 64/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-26 E/C:- . 6,40,812.00 E/M:-. 12816.00 Time/Period :- 90(Ninety)days
ii) DNIe-T No: 65/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-26 E/C:-. 24,23,715.00 E/M:-. 48,474.00 Time/Period:- 30(Thirty)days
iii) DNIe-T No: 66/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-26 E/C:-. 23.94.673.00 E/M:- *. 47.893.00 Time/Period:- 45(forty five)days
iv) DNIe-T No:- 67/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-26 E/C:-. 24,17.385.00 E/M:- *. 48,348.00 Time/Period :- 30(thirty)days
v) DNIe-T No:- 68/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-26 E/C:-. 24,00,588.00 E/M:- . 48,012.00 Time/Period:- 30(thirty)days
vi) DNIe-T No:- 69/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-26 E/C:-. 5,00,000.00 E/M:-. 10,000.00 Time/Period:- 30(thirty)days
vii) DNIe-T No:- 70/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-26 E/C:- 3. 5,00,000.00 E/M:-. 10,000.00 Time/Period:- 30(thirty)days
viii) DNIe-T No:- 71/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-26 E/C:-. 5,00,000.00 E/M:- . 10,000.00 Time/Period:- 30(thirty)days
ix) DNIe-T No:- 72/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-26 E/C:-. 2383343.00 E/M:- . 47667.00 Time/Period:- 45(forty five)days
x) DNIe-T No:- 73/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-26 E/C:-. 1811979.00 E/M:- *. 36240.00 Time/Period:- 45(forty five)days
xi) DNIe-T No:- 74/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-26 E/C:-. 2347135.00 E/M:- .46943.00 Time/Period:- 45(forty five)days
xii) DNIe-T No:- 75/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-26 E/C:- 2,421,752..00 E/M:- 2.48435.00 Time/Period:- 45(forty five)days
xiii) DNIe-T No:- 76/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-26 E/C:- 2,416,530.00 E/M:- 2.48331.00 Time/Period:- 45(forty five)days
xiv) DNIe-T No:- 77/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-26 E/C:-2,416,530.00 E/M:-.48331.00 Time/Period:- 45(forty five)days
XV) DNIe-T No:- 78/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2025-26 E/C:-2,390,951.00 E/M:- 3.48331.00 Time/Period:- 45(forty five)days

Last date & time for online Bidding:- 09/02/2026 upto 3.00 P.M
Bid Fee:-. 1,000.00
Note:- The Bid Forms & other details in/c. online activities should be done in the e-procurement portal https:/tripuratenders.gov.in

(For & on behalf of the Governor of Tripura)

ICA/C-4162/26

Executive Engineer
L.T Valley Division PWD(R&B)
Manu Dhalai, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 17/PNIeT/EE/PWD (G)/ (R&B)/GNT/2025-26, Dt. 03-02-2026.

The Executive Engineer, Gonda Twisa Division, PWD (G), Gonda Twisa, Dhalai District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD/CPWD/MES/ Railway for the following work through e-procurement portal: -

1. Name of Work: Renovation of Office buildings under Gonda Twisa Division, PWD (G), Gonda Twisa, Dhalai Tripura.
DNIeT No.: 29 /DNIeT/EE/PWD(G)/(R&B)/GNT/2025-26
Estimated Cost: Rs. 24, 22, 909.00
Earnest Money: Rs. 48, 458.00
Bid Fee: Rs. 1000.00
Time for Completion: 90 (Ninety) Days
Last date & time for online Bidding: 11-02-2026 up to 1500 Hrs.
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in.

(Er. Indrajit Debbarma)
Executive Engineer
Gonda Twisa Division, PWD (G)
Gonda Twisa, Dhalai District

ICA/C-4153/26

মেঘালয়ে অবৈধ কয়লা খনিতে বিস্ফোরণ: কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর, প্রত্যেক পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা রাজ্যের, শোক প্রকাশ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

শিলং, ৬ ফেব্রুয়ারি : মেঘালয়ের পূর্ব জয়ন্তিয়া হিলস জেলায় অবৈধ কয়লা খনিতে বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত ১৮ জন শ্রমিকের মৃত্যুর পর দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা। শুক্রবার তিনি জানান, পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে রাজ্য সরকারের দুই মন্ত্রীকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। মৃতের পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। ওই ঘটনায় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করতে, উদ্ধার ও ত্রাণকাজের অগ্রগতি এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, পুলিশের ঊর্ধতন আধিকারিকরা, যার মধ্যে রেঞ্জের আইজি-ও রয়েছেন, পাশাপাশি খনি দপ্তরের আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন।

সাংমা স্পষ্ট করে বলেন, এই ঘটনার জন্য যারা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে কোনওভাবেই অবৈধ খনন কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না।তিনি জানান, পুলিশের ঊর্ধতন আধিকারিকরা, যার মধ্যে রেঞ্জের আইজি-ও রয়েছেন, পাশাপাশি খনি দপ্তরের আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন। তিনি আরও জানান, রাজ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খননের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় এখন আইনসম্মত খনন লাইসেন্সের জন্য আবেদন করার সুযোগ রয়েছে। যখন বৈধ বিকল্প উপলব্ধ, তখন এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নিহত প্রত্যেক শ্রমিকের নিকট আত্মীয়কে ৩ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন সাংমা।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার পূর্ব জয়ন্তিয়া হিলস জেলার প্রত্যন্ত থাংস্কু এলাকায় একটি অবৈধ কয়লা খনিতে বিস্ফোরণে অন্তত ১৮ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। উদ্ধারকাজ এখনও চলছে এবং আরও কয়েকজন শ্রমিক খনির ভিতরে আটকে থাকার আশঙ্কা রয়েছে।

ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও দুর্ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে নিহতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মুখ্যমন্ত্রী সাংমার সঙ্গে ফোনে কথা বলে উদ্ধারকাজে কেন্দ্রের তরফে সবরকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

এদিকে, মেঘালয় হাইকোর্ট সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনকে ভিত্তি করে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা গ্রহণ করেছে। আদালত পূর্ব জয়ন্তিয়া হিলসের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে অবৈধ খননের সঙ্গে যুক্ত খনি মালিক ও পরিচালকদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি, কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সশরীরে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

এই দুর্ঘটনা ফের রাজ্যে অবৈধ কয়লা খননের সমস্যা সামনে এনেছে। উল্লেখ্য, পরিবেশগত ক্ষতি ও শ্রমিকদের নিরাপত্তার ঝুঁকির কথা উল্লেখ করে জাতীয় পরিবেশ ট্রাইবুনাল (এনজিটি) ২০১৪ সালে মেঘালয়ে 'র‍্যাট-হোল' খননসহ অবৈজ্ঞানিক কয়লা খনন নিষিদ্ধ করেছিল। তবুও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে রাজ্যে একাধিক প্রাণঘাতী খনি দুর্ঘটনা ঘটেছে।

রাজ্য সরকার জানিয়েছে, ভবিষ্যতে কেবল বৈজ্ঞানিক ও নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতেই খনন কার্যকলাপের অনুমতি দেওয়া হবে এবং সমস্ত খনিশ্রমিক ও খনি মালিকদের আইনসম্মত লাইসেন্স নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

NIT NO :- No. F. 17(1)/DDA(G)/FM/2025-26/9266, dtd. 28-01-2026.
Name of the Work - Internal Carrying of Agri. Inputs (Seed/Fertilizer/ PPC etc.) Under Gomati District during the year 2025-26.
Tender Type :- e-tender
Estimated cost :- Rs. 25,00,000/-
Earnest Money :- Rs. 25,000/-
Time of Completion :- 1 year.
Last Date of bidding :-18-02-2026 up to 5.30 PM.
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-4146/26

(Supratim Chakma)
Deputy Director of Agriculture,
Gomati District, Udaipur.

PRESS SHORT NOTICE INVITING TENDER NO:- IE-SD/UDP/2025-26/07 Dated: 04.02.2026

Sl No.	DRAFT NIT NUMBER	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for Receipt of Application for Issue of Tender Form	Time and date of Opening of Tender
1	13/SDO/IE-SE/ UDP/2025-26	4823.00	964.00	10(Ten) Days	Upto Office hours on 07/02/2026	At 15.30 Hrs on 09/020226

For details please contact to the office of the undersigned.

ICA/C-4168/26

Sub-Divisional Officer
Internal Electrification Sub-Division
Udaipur, Gomati, Tripura

P'NIeT No: 23/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2025-26 Dated, 27.01.2026

The Executive Engineer, Agartala Division No.III, PWD(R&B), Agartala, West Tripura, on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in two bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm having experience as per eligibility criteria [SECTION-2: Instructions to Bidders & Eligibility Criteria] for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	DNIT No. of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid
1	CE(Buildings)/ PWD/ACE/ Project Unit/ DNIT/65/2025-26	54,31,07,511.00	1,08,62,150.00	720 Days	Upto 3.00 Pm on 18/02/2026	At 4.00 Pm on 18/02/26 (If Possible)

Notes:- 1. All the above-mentioned online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
2. All the above-mentioned date & time are as per server clock date & time of e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura.

ICA/C-4158/26

Executive Engineer
Agartala Division No.III, PWD(R&B)
Agartala, West Tripura.

বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষার বিনামূল্যে সাজেশান বই বিতরণ

আগরতলা।। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষার উদ্যোগে রাজ্যের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক দুঃস্থ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামুল্যে সাজেশান বই বিলি শুরু হয়েছে ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে। এ পর্যন্ত উনকোটি জেলা, ধলাই জেলা, উত্তর ত্রিপুরা জেলা ও খোয়াই জেলার দুঃস্থ পরীক্ষার্থীদের অনুষ্ঠানের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের সবাইকে সাজেশান বই দেয়া হয়েছে। শুক্রবার দক্ষিন ত্রিপুরা ও গোমতী জেলায় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বই বিলি করা হয়। গোমতী জেলার কাকরাবন কমিউনিটি সেন্টারে ২২ টি বিদ্যালয়ের উপস্থিত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বই বিলি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, বিদ্যালয় পরিদর্শক ক্ষিতি সুন্দর দেব, সংস্থার রাজ্য কমিটির সদস্য মনোজ রায়, পরীক্ষিৎ দে, স্বপ্না দাসগুপ্তা এবং গোমতী জেলার কনভেনর দীপঙ্কর দেব। শুক্রবারই দক্ষিন ত্রিপুরা জেলায় অনুরূপ অনুষ্ঠান হয় বিলোনীয়ার আর্য্য কলোনী দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন দক্ষিন জেলা সভাধিপতি দীপক দত্ত। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, ডেপুটি ডিরেক্টর দিলীপ চন্দ্র দাস, পুর পরিষদের শিক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান অনুপম চক্রবর্তী, বিদ্যালয় পরিদর্শক চমচম দেওয়ান, প্রধান শিক্ষক মৃদুল চৌধুরি, সংস্থার সিপাহীজলা জেলা কমিটির কনভেনার দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। স্বাগত ভাষন দেন দক্ষিন ত্রিপুরা জেলা কমিটির কনভেনার বিমল দাস। অতিথিরা বক্তব্য রাখতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যের জন্য বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষাকে ধন্যবাদ জানান। গোমতী জেলার অনুষ্ঠান শেষে এক সাক্ষাৎকারে সংস্থার রাজ্য কনভেনর মনোজ রায় জানান গত ১৬ বৎসর যাবৎ রাজ্যের সমস্ত জেলার দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের সাজেশান দিয়ে তিনি সাহায্য করছেন।

তেলিয়ামুড়ায় গ্যাস সিলিন্ডার চুরি চক্রের পর্দাফাঁস, দুই যুবক আটক

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারী: তেলিয়ামুড়া থানা এলাকায় ক্রমবর্ধমান চুরির ঘটনার মধ্যে এবার গ্যাস সিলিন্ডার চুরি চক্রের পর্দাফাঁস করল পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্য ও একাধিক লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযানে নেমে পুলিশ দুই যুবককে আটক করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি তেলিয়ামুড়া এলাকার বিভিন্ন দোকান ও বাড়িঘর থেকে একের পর এক গ্যাস সিলিন্ডার চুরির ঘটনা ঘটে চলছিল। পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে উঠলে তদন্ত শুরু করে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। তদন্তের সূত্র ধরে গামাইবাড়ি এলাকার বাসিন্দা চিরঞ্জিত দে ও পঙ্কজ সরকার নামে দুই যুবককে আটক করা হয়।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় তারা গ্যাস সিলিন্ডার চুরি সহ একাধিক চুরিকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ১৪ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ড এলাকা থেকে বেশ কয়েকটি চুরি যাওয়া গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

তেলিয়ামুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কুমার দে জানান, এই চুরির ঘটনার পিছনে একটি বড় চোরচক্র বা র‍্যাকেট সক্রিয় রয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত আরও ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশি তদন্ত জোরদার করা হয়েছে। পুলিশের এই অভিযানে এলাকাবাসীর মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। সাধারণ মানুষের আশা, দ্রুত পুরো চোরচক্রের পর্দাফাঁস হলে তেলিয়ামুড়া এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও মজবুত হবে।

এমজিএনরেগার নাম পরিবর্তনের প্রতিবাদে কৈলাসহরে কংগ্রেসের জনপ্লাবন, জেলাশাসকের কাছে গণডেপুটেশন

কৈলাসহর, ৬ ফেব্রুয়ারী: সাম্প্রতিককালে কেন্দ্রীয় সরকার এমজিএনরেগা প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে ভি বি-জি রাম জি করার প্রতিবাদে শুক্রবার বিকেলে কৈলাসহরে ব্যাপক জনসমাগমের মধ্য দিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও গণডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করল জেলা কংগ্রেস। ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ডক্টর তমাল মজুমদারের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে সাত হাজারেরও বেশি কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

ডেপুটেশনের আগে কৈলাসহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকেরা গৌরনগর ব্লক প্রাঙ্গণে জমায়েত হন। সেখান থেকে বিধায়ক বিরজিত সিনহা এবং জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মো: বদরুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে জেলাশাসক কার্যালয় প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। সেখানে একটি দলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে নেতৃত্বরা কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন।

সভা শেষে ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল জেলাশাসক ডক্টর তমাল মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ডেপুটেশন জমা দেয়। প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিরজিত সিনহা, জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ও গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান মো: বদরুজ্জামান, নারী নেত্রী ও গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান লক্ষ্মী নম:, কংগ্রেস নেতা রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য, শ্যামল ভট্টাচার্য এবং রতন দত্ত।

ডেপুটেশন শেষে জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মো: বদরুজ্জামান জানান, অবিলম্বে ভি বি-জি রাম জি নাম প্রত্যাহার করে প্রকল্পের পুরনো নাম এমজিএনরেগা পুনর্বহাল করতে হবে। এই দাবিতেই জেলাশাসকের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি পাঠানো হয়েছে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, গত প্রায় ছয় মাস ধরে কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীনস্থ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে শ্রমিকদের কোনও রেগার কাজ দেওয়া হয়নি। পাশাপাশি ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে রেগার আওতায় যে সব নির্মাণমূলক কাজ হয়েছে, তার অর্থ এখনও ছাড় করা হয়নি। ওই বকেয়া অর্থ অবিলম্বে মেটানোর দাবিও জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত নিয়ে বিতর্ক, আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার হুঁশিয়ারি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ ফেব্রুয়ারী : এডিসি এলাকার অন্তর্ভুক্ত ভূমিকে অবৈধভাবে নগর পঞ্চায়েতের আওতায় আনার মাধ্যমে সংবিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন তিপরা মথা দলের প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মণ। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে অতিসত্বর আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েতের সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত জয়েন্ট ডিমার্গেশন প্রক্রিয়া শুরু হওয়া নিয়ে আজ বিশ্রামগঞ্জ ডাকবাংলায় এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের একাধিক নেতৃত্ব ও স্থানীয় প্রতিনিধিরা। বৈঠকে এই সীমানা নির্ধারণ প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়েই মূলত আলোচনা হয়।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর রাজ্য সরকারের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত নামে একটি নতুন আরবান লোকাল বডি গঠনের কথা জানানো হয়। ওই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বিশ্রামগঞ্জ, চেসরিমাই ও বরজলা এই তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে নতুন নগর পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং একইসঙ্গে এলাকার সীমারেখা চূড়ান্ত করা হয়। এই সিদ্ধান্তের পর থেকেই টিটিএডিসি এলাকার ভূমি নগর পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদ্যোত বলেন, এডিসি এলাকার জমি এভাবে অন্তর্ভুক্ত করা সংবিধানবিরোধী এবং এতে স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। সরকারের তরফ থেকে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ২০২৪ সালে এডিসি এলাকায় বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল তাই ওই এলাকায় নগর পঞ্চায়েত করা হবে। তাঁর স্পষ্ট কথা, নির্বাচনকে হাতিয়ার করে এডিসি এলাকা নগর পঞ্চায়েত করা যাবে না।

এদিন তিনি আরও বলেন, অবিলম্বে সরকারের জারি করা বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতে মামলা করা হবে।

অগ্নি ও জরুরী পরিষেবা দপ্তরের পক্ষ থেকে অগ্নি নির্বাপক যান এবং বিভিন্ন রকম সরঞ্জাম প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি: আজ সকালে বাধারঘাটের ফায়ার সার্ভিস স্টেট ট্রেনিং সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অগ্নি ও জরুরী পরিষেবা দপ্তরের পক্ষ থেকে অগ্নি নির্বাপক যান এবং বিপর্যয় মোকাবিলার বিভিন্ন রকম সরঞ্জাম প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অগ্নি ও জরুরী পরিষেবা দপ্তরের অধিকর্তা মেঘা জৈন বলেন, বিভিন্ন সময়েই রাজ্যকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করতে হয়।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার কাজ যাতে সহজতর হয় সেই লক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন ফায়ার স্টেশনের আধিকারিকদের কাছে দুর্যোগ মোকাবিলার বিভিন্ন রকম সরঞ্জাম, অগ্নি নির্বাপক যান, ওয়াটার টেন্ডার ইত্যাদি তুলে দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা মিঠুন দাস চৌধুরী, দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত অধিকর্তা উত্তম মন্ডল প্রমুখ।

সোনাইছড়ি পূর্ব সাব্রুম রোড থেকে থাইচরণ পাড়া পর্যন্ত বেহাল রাস্তার সংস্কার শীঘ্রই, পরিদর্শনে বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি: দক্ষিণ ত্রিপুরার সোনাইছড়ি পূর্ব সাব্রুম রোড থেকে থাইচরণ পাড়া পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার দীর্ঘ বেহাল পিচ রাস্তার সংস্কারের কাজ শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে। দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এলাকাবাসীর দাবির পর অবশেষে এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ওয়ার্ক অর্ডার জারি হলেই দ্রুত নির্মাণ কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন ৩৯-মনু বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ।

আজ বিধায়ক নিজে প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন অংশ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পিডব্লিউডি (রূপাইছড়ি) এসডিও প্রাজিত মারাক, রূপাইছড়ি ব্লক ওবিসি সাব-কমিটির চেয়ারম্যান অজিত নাথসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক ও স্থানীয় প্রতিনিধিরা। পরিদর্শনকালে বিধায়ক রাস্তার বর্তমান বেহাল অবস্থার খোঁজখবর নেন এবং কাজের মান ও সময়সীমা নিয়ে দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এদিন বিধায়ক থাইচরণ পাড়া এসবি স্কুলেও যান। সেখানে তিনি শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন এবং সেগুলি দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন।

দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ার খবরে সোনাইছড়ি এডিসি ভিলেজসহ আশপাশের এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে স্বস্তি ও খুশির আবহ তৈরি হয়েছে। এলাকাবাসীর আশা, এই রাস্তা সংস্কার সম্পন্ন হলে যাতায়াতের সমস্যা যেমন দূর হবে, তেমনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটবে।

১৫ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করল পুলিশ

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারী: বোধজং নগর থানার অন্তর্গত রাজ চান্তাই, কিসং ও রামচন্দ্রনগর এলাকায় অবৈধ গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযান চালাল পুলিশ। ওই অভিযানে প্রায় ১৫ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে।

গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে বোধজং নগর থানার পুলিশ এই তিনটি এলাকায় একযোগে অভিযান চালায়। পুলিশি অভিযানের সময় বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে অবৈধভাবে চাষ করা গাঁজা গাছ শনাক্ত করা হয় এবং পরে সেগুলি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয়।

পুলিশ সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, মাদক নির্মূলের লক্ষ্যে এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে। অবৈধ গাঁজা চাষ ও মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে।

পিএম শ্রী সাব্রুম গার্লস হাই স্কুলে সরাসরি সম্প্রচারিত 'পরীক্ষা পে চর্চা', ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস

সাব্রুম, ৬ ফেব্রুয়ারি: আজ পিএম শ্রী সাব্রুম গার্লস হাই স্কুলে কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত 'পরীক্ষা পে চর্চা' অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। অনুষ্ঠানে দেশের প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পরীক্ষার চাপ মোকাবিলা, মানসিক প্রস্তুতি, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ও সময় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মূল্যবান দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

অনুষ্ঠান চলাকালীন বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রী অত্যন্ত মনোযোগ ও আগ্রহের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনে। বক্তৃতার প্রতিটি বিষয় তারা নীরবতা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে অনুসরণ করে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুষ্ঠানের প্রতি গভীর আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।

অনুষ্ঠান শেষে ছাত্রীদের মধ্যে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। জনৈক ছাত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য তাদের মানসিকভাবে আরও দৃঢ় করেছে এবং পরীক্ষার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।

অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ

● প্রথম পাতার পর

ক্যালেব ফ্যালকনার ইংল্যান্ডের পক্ষে কিছুটা প্রতিরোধ দেখালেও তা যথেষ্ট ছিল না। ৪১২ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমেও ইংল্যান্ড কখনও দৃঢ় অবস্থান গড়তে পারেনি। আক্রমণে ব্যর্থতা, রান আউট এবং ভারতীয় বোলিংয়ের চাপের কারণে দলটি ৩১১ রানে অলআউট হয়। ফ্যালকনার ২৬ বলে অর্ধশতক করেছিলেন এবং জেমস মিন্টো সঙ্গে ৯২ রানের অষ্টম উইকেটের জুটি গড়ে কিছুটা প্রতিরোধ দেখালেও, শেষ পর্যন্ত ভারতের দাপটের কাছে ইংল্যান্ড হার মেনে নেয়।

ভারতের এই জয় কেবল ষষ্ঠ অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ শিরোপা আনল নয়, এটি বিশ্বকাপ ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও শক্তিশালী বিজয়গুলির মধ্যে একটি হিসেবেও ধরা হচ্ছে।

অবসরপ্রাপ্ত বিএসএনএল

● প্রথম পাতার পর

মারাত্মকভাবে দূষিত হয়ে ওঠে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই বাড়িটি থেকে অসহ্য দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার আপত্তি জানানো হলেও কোনও সুরাহা হয়নি। শেষ পর্যন্ত পশু কল্যাণ সংস্থা, এআরডিডি দপ্তর ও পুলিশকে খবর দিলে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাড়ির ভেতর থেকে একাধিক মৃত পশু উদ্ধার করে। তাছাড়া, এলাকাবাসীর ধারণা কোনরকম বেআইনি কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে বাড়ির লোকজনেরা।

ওই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। পরিবেশ দূষণ ও জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি তৈরি হওয়ায় দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে পশুপ্রেমী সংগঠনগুলির পক্ষ থেকেও।

নিগম কর্মীকে মারধর সহ ট্রেড

● প্রথম পাতার পর

কর্মীদের বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, বচসার মধ্যেই ওই দোকানের এক কর্মী টাস্ক ফোর্সের এক কর্মীকে মারধর করে। ঘটনার পর অভিযুক্ত কর্মী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে।

পরবর্তীতে পুর নিগমের পক্ষ থেকে দোকানের কাগজপত্র যাচাই করা হলে দেখা যায়, দোকানটির বৈধ ট্রেড লাইসেন্স নেই। এই অভিযোগের ভিত্তিতে নিয়ম অনুযায়ী মা দুর্গা টেক্সটাইলের দোকানটি সিল করে দেওয়া হয়।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ালেও পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পুর নিগম কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নিগম কর্মীদের উপর হামলার ঘটনাকে কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না এবং আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শুধু নম্বর নয়

● প্রথম পাতার পর

আগে মনকে নিয়ন্ত্রণ করো, তারপর মনকে যুক্ত করো পড়াশোনার সঙ্গে। তাহলে ছাত্রজীবনে সাফল্য আসবেই।

ইন্টারনেট ও গেমিং প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সতর্ক করে বলেন, তুমি গেম খেলতে আগ্রহী হতে পারো, কিন্তু শুধু সময় কাটানোর জন্য বা ডেটা সস্তা বলে তাতে ডুবে যেয়ো না। মজা করার জন্যও নয়। যারা টাকার জন্য গেমিং বা অনলাইন জুয়ায় জড়ায়, তারা ধ্বংসের পথেই যায়। দেশে জুয়া উৎসাহিত করা যায় না। অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে আমি আইন করেছি। তবে তিনি এটাও স্বীকার করেন যে গেমিং নিজেই একটি দক্ষতা, যেখানে দ্রুততা ও সতর্কতার প্রয়োজন হয় এবং তা আত্মোন্নয়নের ক্ষেত্রেও কাজে লাগতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক মানুষের কাজ করার নিজস্ব ধরন বা প্যাটার্ন রয়েছে। তিনি বলেন, আমি অতীতের দিকে তাকাই না, সবসময় ভবিষ্যতের দিকে তাকাই। অনেক সময় শিক্ষকরা শুধু পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার মতো বিষয়ই পড়ান। কিন্তু ভালো শিক্ষক সার্বিক উন্নয়নের উপর জোর দেন। জীবন শুধু পরীক্ষা নয়। শিক্ষা হল আমাদের উন্নতির একটি মাধ্যম মাত্র।

নিজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে মোদি বলেন, আমি প্রধানমন্ত্রী হয়েছি, তবুও মানুষ আমাকে নানা ভাবে কাজ করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু প্রত্যেকেরই নিজস্ব প্যাটার্ন থাকে। কেউ সকালে পড়ে ভালো ফল করে, কেউ রাতে। যেটা তোমার জন্য উপযুক্ত, সেটাতেই বিশ্বাস রাখো। তবে পরামর্শ শোনো, আর যদি তা উপকারে আসে, তবেই জীবনে গ্রহণ করো।

'পরীক্ষা পে চর্চা' অনুষ্ঠান নিয়েও প্রধানমন্ত্রী বলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এর রূপে কিছু পরিবর্তন এনেছেন, তবে মূল আদর্শ বা কাঠামো ছাড়েননি। তিনি বলেন, যখন আমি 'পরীক্ষা পে চর্চা' শুরু করেছিলাম, তখন একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন ছিল। ধীরে ধীরে তাতে পরিবর্তন এনেছি। এবার বিভিন্ন রাজ্যেও অনুষ্ঠান করেছি। প্যাটার্ন বদলেছে, কিন্তু মূল ভিত্তি অটুট রয়েছে।

বিকশিত ভারত গড়ার

● প্রথম পাতার পর

হলো সবচেয়ে বড় সাহস। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন, "ফুটপাথে থাকা একজন সাধারণ নারীও যখন টেলিভিশনে কোনও সত্য ঘটনা বলেন, তখন তাঁকে অনেক আত্মবিশ্বাসী দেখায়। শিক্ষার্থীদের অবশ্যই জ্ঞানের উপর সেই বিশ্বাস রাখতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষকের শেখানোর গতির চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকার চেষ্টা করলে যে কোনও কঠিন বিষয় সহজ হয়ে যায়। নিয়মিত শেখার অভ্যাস, সময় ব্যবস্থাপনা, নিয়মানুবর্তিতা, জীবনশৈলী, শরীরচর্চা ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরীক্ষা কেবল জীবনের একটি অংশ মাত্র, এটিই শেষ কথা নয়। কথোপকথন পর্ব শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিজ হাতে তৈরী বিভিন্ন উপহার সামগ্রী প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। তাঁদের মধ্যে ত্রিপুরার এক ছাত্র মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীর ছবি প্রধানমন্ত্রীকে উপহারস্বরূপ প্রদান করেন।

আজ আগরতলার বড়দোয়ালী উচ্চতর-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভার্চুয়ালী "পরীক্ষা পে চর্চা"-এর ৯ম সংস্করণের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শিক্ষা দপ্তরের সচিব মিলিন্দ রামটেকে সহ শিক্ষা দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ এবং ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকগণ অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন।

অনুষ্ঠান শেষে বিদ্যালয়ের হল ঘরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ সবার সম্মুখে "পরীক্ষা পে চর্চা"-র বিষয়সমূহ নিয়ে এবং প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের বিষয়ের উপর বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, "পরীক্ষা পে চর্চা" শুধুমাত্র একটি অনুষ্ঠান নয়, এটি ছাত্রছাত্রীদের জন্য এক অনুপ্রেরণামূলক দিকনির্দেশনা। এটি ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। ২০১৮ সাল থেকে এই অনুষ্ঠানের পথচলা শুরু হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ৮ বছর ধরে এই অনুষ্ঠানটি সফলভাবে আয়োজন করে আসছে। আজ এর ৯ম সংস্কারণ সম্প্রসারিত হলো।

তিনি বলেন, "পরীক্ষা হলো নিজের জ্ঞান, পরিশ্রম এবং দক্ষতা প্রদর্শনের একটি সুযোগ, কোনও প্রকার ভয়ের বিষয় নয়। মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, জীবনে সফল হতে গেলে নিয়মিত অধ্যয়ন, সময়ের সঠিক ব্যবহার, আচার-ব্যবহারের উন্নতিকরণ, শরীরচর্চা, আত্মবিশ্বাসই সবচেয়ে বড় শক্তি। নিজেকে উপলব্ধি করা, নিজ বিকাশসাধন হলো শিক্ষার মূল বক্তব্য। এবং এটা সম্ভব হয় প্রকৃত এবং গুণগত শিক্ষার মাধ্যমে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সুসম্পর্ক গড়ে তোলার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

এইক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষিকাদের প্রতিনিয়ত আপডেট থাকা এবং ছাত্রছাত্রীদের নিজের কাজের মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারও গুণগত শিক্ষার প্রসারে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। নারী শিক্ষা এবং নারী স্বশক্তিকরণেও রাজ্য এগিয়ে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মেয়ের রেলের লোকো পাইলট হওয়ার কথাও উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিকশিত ভারত গড়ার ক্ষেত্রে মূল চাবিকাঠিই হল আজকের ছাত্রসমাজ। তাঁদের সাফল্যের মধ্য দিয়েই রাজ্য ও দেশ আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

বেআইনি দখল

● প্রথম পাতার পর

চলাচল স্বাভাবিক রাখা ও সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে দিনের বিভিন্ন সময় এই অভিযান ধারাবাহিকভাবে চলবে। বেআইনি দখল রুখতে পুর প্রশাসন কোনও রকম আপস করবে না বলেও স্পষ্ট বার্তা দেন তিনি।

ভবিষ্যতেও শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাজার ও জনবহুল এলাকায় এ ধরনের অভিযান জারি থাকবে। অভিযানের ফলে দুর্গা চৌমুহনী বাজার এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

প্রদ্যোৎ কিশোরের ভিত্তিহীন অভিযোগ খন্ডন !

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি : এডিসি এলাকার জায়গা নিয়ে বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত এলাকা গঠনের ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগ নিয়ে তিপরা মথা সুপ্রীমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মার সম্প্রতি বিশালগড় সাবডিভিশনে এক ডেপুটেশন প্রদান করেন।

প্রসঙ্গত, এই ডেপুটেশনের পূর্বে প্রদ্যোত কিশোর কোনো প্রকারের তথ্য যাচাই-বাছাই করেনি এবং অমূলক সন্দেহের বশে প্রশাসনকে প্রস্তাবিত নগর পঞ্চায়েত এলাকার ম্যাপ দেখানোর জন্য অহেতুক চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন।

তবে, স্থানীয় প্রশাসন অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে পরিস্থিতি সামাল দেয় এবং স্পষ্ট করে দেয় যে তাঁর অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। শুধুমাত্র তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত, ছেচরিমাই, বড়জলা এবং বিশ্রামগঞ্জকে নগর পঞ্চায়েত এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা মোটেও এডিসির অংশ নয়।

আমরা তাদের আশ্বস্ত করেছি যে কোনোভাবেই এডিসি এলাকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। মানচিত্রটি তৈরি হয়ে গেলে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হবে বলে জানান এসডিএম বিঙ্কি সাহা।

তথ্যপ্রমানহীন অভিযোগে একপ্রকার লেজেগোবরে অবস্থায় একসময় বাধ্য হয়ে প্রদ্যোত কিশোর এবং তার প্রতিনিধি দলকে বেরিয়ে যেতে হয়।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, এই পুরো ঘটনাটিই উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করার বদ উদ্দেশ্যে তিপরা মথা সুপ্রিমোর করা সস্তা রাজনৈতিক স্টান্ট ছাড়া আর কিছুই না। নির্বাচনী লাভালাভের জন্য রাজ্যে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মকাণ্ড ভালো চোখে দেখছে না সচেতন সমাজ।

ইসলামাবাদে শিয়া

● প্রথম পাতার পর

বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬৯। দু'জন পুলিশ আধিকারিক জানান, হামলাকারীকে মসজিদের গেটে থামানো হয়েছিল। সেই সময়ই সে নিজের শরীরে বাঁধা বিস্ফোরক ফাটিয়ে দেয়। তবে তাঁরা সংবাদমাধ্যমে কথা বলার অনুমতি না থাকায় নাম প্রকাশ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কড়া নিরাপত্তার কারণে ইসলামাবাদে এ ধরনের বিস্ফোরণ তুলনামূলকভাবে বিরল হলেও, গত কয়েক বছরে পাকিস্তানে জঙ্গি কার্যকলাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। দেশটির জনসংখ্যা প্রায় ২৪ কোটি ১০ লক্ষ, যার মধ্যে শিয়া মুসলিমরা সংখ্যালঘু। অতীতে সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় শিয়া সম্প্রদায় একাধিকবার লক্ষ্যবস্তু হয়েছে। সুন্নি ইসলামপন্থী জঙ্গি সংগঠন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) শিয়াদের ধর্মদ্রোহী বলে মনে করে এবং আগেও তাদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১১ নভেম্বর ইসলামাবাদে একটি আত্মঘাতী হামলায় ১২ জন নিহত এবং ২৭ জন আহত হয়েছিলেন। পাকিস্তান সরকার জানিয়েছিল, ওই হামলাটি এক আফগান নাগরিক চালিয়েছিল, যদিও তখন কোনও জঙ্গি সংগঠন দায় স্বীকার করেনি। এই সাম্প্রতিক হামলার পর রাজধানীতে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

রাজ্য সরকার এডিসিকে

● প্রথম পাতার পর

আশি বছর বয়সি মা এবং তাঁর বোনকে নিয়ে কটূক্তি করছেন, যা অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। এ বিষয়ে তিনি গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

এডিসি প্রসঙ্গে প্রদ্যোত বলেন, রাজ্য সরকার আর্থিকভাবে এডিসিকে বঞ্চিত করছে। তা সত্ত্বেও এডিসি প্রশাসন তিপ্রাসা জনগোষ্ঠীর স্বার্থে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। গোটা বক্তৃতা জুড়েই তিনি রাজ্য সরকার ও বিজেপি দলের সমালোচনায় মুখর থাকেন।

এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে এই জনসভাকে ঘিরে তিপরা মথার কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

বিকল্প ব্যবস্থা না

● প্রথম পাতার পর

পুর নিগম অনৈতিকভাবে তাদের দোকানপাট তুলে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

বিরোধী দলনেতা বলেন, এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা অধিকাংশই নিরুপায় ও বেকার মানুষ। সামান্য রুজি-রোজগারের আশায় তারা ব্যবসা শুরু করেছিলেন। এভাবে তাদের জিনিসপত্র ভেঙে ফেলা বা লুট করে নিয়ে যাওয়া কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। তিনি অবিলম্বে উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের দাবি জানান।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে চরম উদ্বেগ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

কংগ্রেসের তীব্র

● প্রথম পাতার পর

অনুযায়ী বড়, মাঝারি ও ছোট শহর এবং বাজার এলাকায় পরিকল্পিতভাবে মার্কেট স্টল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

প্রদেশ কংগ্রেসের অভিযোগ, সেই সময় ত্রিপুরা রাজ্যে এনবিসিসি-র মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে আগরতলাসহ বিভিন্ন শহরে আধুনিক মার্কেট স্টল নির্মাণের কাজ শুরু হলেও বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা ও ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন উপেক্ষিত হওয়ায় বহু স্টল আজ কার্যকারিতা হারিয়েছে।

তিনি আরো বলেন, ইউপিএ সরকারের আমলে হকার ও ক্ষুদ্র দোকানিদের জীবিকার অধিকার রক্ষায় 'ভেন্ডার লাইসেন্স' সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হয় এবং বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া বলপ্রয়োগের মাধ্যমে উচ্ছেদ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই ক্ষেত্রটি উপেক্ষিত হয়েছে বলে অভিযোগ কংগ্রেসের।

২০১৮ সালের পর ত্রিপুরায় স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলি শাসক জোটের নিয়ন্ত্রণে আসার পর ব্যবসা করার ক্ষেত্রে দলীয় আনুগত্য ও তথাকথিত কমিশন বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। পাশাপাশি অপরিকল্পিতভাবে অটো, ই-রিকশা ও বিভিন্ন যানবাহনের পারমিট দেওয়ার ফলে রাজ্যজুড়ে বিশেষ করে আগরতলা শহরে ভয়াবহ যানজট ও দুর্ঘটনার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে দাবি করা হয়।

প্রদেশ কংগ্রেস জানিয়েছে, তারা যানজটমুক্ত শহর, উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা, ফুটপাত দখলমুক্ত করা ও সৌন্দর্যায়নের পক্ষে। তবে এর নামে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের জীবিকা কেড়ে নেওয়ার প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা জানানো হয়। হকার জোন তৈরি করে প্রকৃত বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা দ্রুত কার্যকর করার দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস।

এছাড়াও রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়ন, অটো ও ই-রিকশা পারমিট ব্যবস্থায় সংস্কার এবং বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে জেলাভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। শেষে পুর নিগমের কাছে হকার ও ক্ষুদ্র দোকানিদের সমস্যা সমাধান এবং ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়নে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস।

প্রতিবেশীদের সঙ্গে

● প্রথম পাতার পর

প্রতিবিধান ক্ষমতা অর্জন করবে।

বিএনপির লক্ষ্য ২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আধুনিক, গণতান্ত্রিক এবং উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলা, যেখানে বার্ষিক জিডিপি হবে এক ট্রিলিয়ন ডলার। এছাড়াও কর-জিডিপি অনুপাত ১৫ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে, যা বর্তমানে সাত শতাংশের কম।

তারেক রহমান ইশতেহারের সমাপনী বক্তব্যে বলেন, আমাদের দল তিনটি প্রধান বিষয়কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে দুর্নীতি দমন, আইনের শাসন নিশ্চিত করা এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা। ইশতেহারটিকে কেবল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি নয়, বরং বাংলাদেশের নাগরিকদের সঙ্গে নতুন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চুক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 07-02-2026, 01:21

ক্রীড়াঙ্গন

নাইডু ট্রফি : চ্যালেঞ্জিং স্কোরে ব্যর্থ হলেও লড়ছে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম দিনের খেলা শেষে তামিলনাড়ু ৭৮ রানে পিছিয়ে রয়েছে। তবে ত্রিপুরার প্রথম ইনিংসের রান কিন্তু তেমন চ্যালেঞ্জিং নয়। স্বাভাবিক কারণে আগামীকাল (শনিবার) ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের প্রথম বেলায় তামিলনাড়ু হয়তো ত্রিপুরার প্রথম ইনিংসের রান ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত কর্নেল সি কে নাইট ট্রফি অনূর্ধ ২৩ জাতীয় ক্রিকেটের এলিট গ্রুপের। লীগ পর্যায়ের ষষ্ঠ ম্যাচ। ডিন্ডিগুলে এন.পি.আর কলেজ গ্রাউন্ডে আজ শুক্রবার থেকে চার দিনের ম্যাচ শুরু হয়েছে। সকাল সাড়ে নয়টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা দলের অধিনায়ক সন্দীপ সরকার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে উইকেট পতনের প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে মিডল অর্ডারে সেন্টু সরকারের অনবদ্য ৮৪ রানের পাশাপাশি অমিত আলীর অপরাজিত ব্যাট চালানোর প্রয়াস রাজ্য দলের স্কোর কিছুটা উল্লেখ করার মতো হয়েছে। ৬০ ওভার ৪ বল খেলে ত্রিপুরা দল ১৬৮ রান সংগ্রহ করেছে। সেন্টু সরকার ১১৫ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৮৪ রান সংগ্রহ করেছে। অমিত আলী ৪১ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ২৭ রানে অপরাজিত থাকেন। এছাড়া, সাহিল সুলতানের ১৮ রান ও নবারুণ চক্রবর্তীর ১৬ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। তামিলনাড়ুর শচীন রাঠী একাই ছ-টি উইকেট তুলে নিয়েছে ৩২ রানের বিনিময়ে। এছাড়াও সানি, বি শচীন ও ভিগনেশ প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে তামিলনাড়ু ২৯ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়েছে। ইতোমধ্যে ২ উইকেট হারিয়ে ৯০ রান সংগ্রহ করেছে। ওপেনার অমিত সাদভিক চৌষট্টি রানে অপরাজিত রয়েছেন। ত্রিপুরার পারভেজ সুলতান ও অমিত আলী পেয়েছেন একটি করে উইকেট।

জাতীয় সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে হায়দ্রাবাদের কাছে পরাজিত ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রত্যাশিত জয় অধরা ত্রিপুরার। জয় দিয়ে লীগ সূচনার পরিবর্তে প্রতিপক্ষ হায়দ্রাবাদের কাছে ৫৮ রানে পরাজিত হতে হলো ত্রিপুরার সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট দলকে। আজ, শুক্রবার থেকে রাঁচিতে বিসিসিআই আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের এক দিবসীয় ট্রফি এলিট গ্রুপের খেলা শুরু হয়েছে। প্রথম রাউন্ডের খেলায় হায়দ্রাবাদ ৫৮ রানের ব্যবধানে ত্রিপুরাকে পরাজিত করে পুরো চার পয়েন্ট সংগ্রহ করে নিয়েছে। একইভাবে গ্রুপের আরও তিনটি ম্যাচে রেলওয়েজ ১৩১ রানের ব্যবধানে কেরালা কে, দিল্লি ৪৯ রানের ব্যবধানে গোয়াকে এবং সৌরাষ্ট্র ছয় উইকেটের ব্যবধানে পাঞ্জাবকে পরাজিত করে জয় দিয়ে লীগ সূচনা করেছে। রাঁচিতে টৌরিয়ান ওয়ার্ল স্কুল গ্রাউন্ডে সকাল ৯ টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে হায়দ্রাবাদ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ২০১ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সন্ধ্যা গোরার ৭২ রান, কুঞ্চলা নীতিশা-র ৫৮ রান এবং দলনেত্রী ভেলোর মহেশ কাভিয়ার ২৫ রান উল্লেখ করার মতো। ত্রিপুরা দলের পক্ষে অন্নপূর্ণা দাস ৩১ রানে চারটি এবং অন্বেষা দাস ৫১ রানে দুটি উইকেট পেয়েছেন। এছাড়া, প্রিয়াঙ্কা আচার্য ও রোহিনী মানে পেয়েছে একটি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা দল ৩৯ ওভার ১ বল খেলে ১৪৩ রান সংগ্রহ করতেই ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে দলনেত্রী ঋজু সাহা সর্বাধিক ৩৯ রান পায়। এছাড়া ইন্দ্র রানী জমাতিয়া-র ৩১ রান ও ঝুমকি দেবনাথের ৩২ রান উল্লেখ করার মতো। ওপেনার মৌচৈতি দেবনাথ সংগ্রহ করেছিল ১৫ রান। দলের অন্যরা তেমন রান সংগ্রহ করতে পারেনি বলে শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। হায়দ্রাবাদের কেশরী ধৃতি একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নেয় ২৫ রানের বিনিময়ে। এছাড়া ভেলুর মহেশ কাভিয়া পেয়েছে দুটি উইকেট। দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে কেশরী ধৃতি পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের টিকিট বিক্রি বন্ধ করে দিল আইসিসি! আরও পাকছে জট?

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ হতে বাকি আর ৯ দিন। এখনও স্পষ্ট নয় সেই ম্যাচ হবে কি না। কারণ সরকারের নির্দেশে পাকিস্তান সেই ম্যাচ খেলবে না বলে আগেই ঘোষণা করে দিয়েছে। ফলে সেই ম্যাচের টিকিট বিক্রি আপাতত বন্ধ করে দিল আইসিসি। যদি পাকিস্তানের অবস্থান বদল হয় এবং তারা ম্যাচ খেলতে রাজি হয়, তখন আবার টিকিট বিক্রি শুরু করা হতে পারে।ভারত এবং পাকিস্তানের ম্যাচ হওয়ার কথা কলম্বোর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে। প্রথম পর্বের টিকিট বিক্রি শুরু হওয়ার পর মুহূর্তের মধ্যে সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। অনেকেই অপেক্ষা করেছিলেন দ্বিতীয় পর্বের জন্য। হোটেল, বিমান বুকও করে ফেলেছিলেন অনেক সমর্থক। পাকিস্তান সত্যিই না খেললে সবই ক্ষতি হবে। পাশাপাশি, শ্রীলঙ্কার বিরাট আর্থিক ক্ষতি হবে। ইতিমধ্যেই শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের তরফে পাকিস্তানকে সিদ্ধান্ত নতুন করে বিবেচনা করার অনুরোধ করা হয়েছে।আইসিসি-র ওয়েবসাইটে গেলে দেখা যাচ্ছে, দ্রুত টিকিট বিক্রির ঘোষণা করা হবে। আইসিসি-র এক সূত্র বলেছেন, "যে হেতু পিসিবি-র থেকে কোনও সরকারি বিবৃতি পাওয়া যায়নি, তাই আইসিসি টিকিট বিক্রি বন্ধ রেখেছে। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে আইসিসি আর আর্থিক ক্ষতি করতে চায় না। টিকিট বিক্রি শুরু করার আগে আইসিসি নিশ্চিত করতে চায় যে ম্যাচটা হবে। বিক্রি শুরু হলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে টিকিট শেষ হয়ে যাবে।"পাকিস্তানকে নিয়ে এখনই কড়া অবস্থান নেওয়ার পথে হাঁটছে না আইসিসি। চেষ্টা করা হচ্ছে ভারত ম্যাচে খেলতে রাজি করানোর। পাকিস্তান যাতে মুখরক্ষার জন্য একটি জোরালো যুক্তি দেখিয়ে সিদ্ধান্ত বদলাতে পারে, তার চেষ্টা করা হচ্ছে।ভারত ম্যাচ বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান। বুধবার সে কথা আবার জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। বৃহস্পতিবার তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। কিছু দিন আগেই বাংলাদেশের এক কর্তা জানিয়েছিলেন, আর্থিক ক্ষতি এড়াতে দু'দেশের ম্যাচ হওয়া খুবই জরুরি।পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমরা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে একটা স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছি। আমরা ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচটা খেলব না।" তিনি আরও যোগ করেন, "খেলাধুলোয় রাজনীতি হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমরা যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা বাংলাদেশের পাশে আছি। আমার মনে হয়, এটা সঠিক এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত।"এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকাল ১০.১৩ নাগাদ সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেন নজরুল। তিনি লেখেন, "ধন্যবাদ পাকিস্তান। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেছেন, বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে তাঁর দেশ ভারত-ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বুধবার মন্ত্রিসভার সদস্যদের তিনি বলেন, আমরা ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলব না। কারণ খেলার মাঠে কোনও রাজনীতি থাকা উচিত নয়। আমরা খুব ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের সম্পূর্ণ ভাবে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানো উচিত। আমি মনে করি এটা খুবই উপযুক্ত সিদ্ধান্ত।"উল্লেখ্য, কিছু দিন আগেই বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম 'প্রথম আলো'-কে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্তা বলেছিলেন, "ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ না হলে গোটা ক্রিকেটবিশ্ব আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে। আমাদের লভ্যাংশও কমে যাবে। এই রকম ক্ষতি আমরা চাইনি।"

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে উদ্বেগ ভারতের, গুরুতর চোট হর্ষিতের, পরিবর্ত বোলার ঠিক করে ফেলেছেন

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগে উদ্বেগ ভারতীয় শিবিরে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে চোট পাওয়ায় বিশ্বকাপে সম্ভবত খেলতে পারবেন না হর্ষিত রানা। অস্ত্রোপচার করাতে হতে পারে দিল্লির জোরে বোলারকে। তাঁর পরিবর্ত হিসাবে মহম্মদ সিরাজের নাম শোনা যাচ্ছে। যদিও হর্ষিতের ছিটকে যাওয়ার কথা এখনও সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হয়নি।গত বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে এক ওভারের বেশি বল করতে পারেননি হর্ষিত। দু'বার বল করার জন্য দৌড় শুরু করেও থেমে যেতে হয় তাঁকে। ডান পায়ে অস্বস্তি অনুভব করায় তাঁকে দিয়ে আর বল করানো হয়নি। পরে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে হর্ষিতের ডান পায়ের হাঁটুতে চোট লেগেছে। রক্তক্ষরণ হচ্ছে। ভারতীয় দলের মেডিক্যাল স্টাফেরা তাঁর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন। ভারতীয় দল সূত্রেরখবর, চিকিৎসকেরা খুব একটা আশাবাদী নন। তাঁরা মনে করছেন, অস্ত্রোপচার করাতে হতে পারে তাঁকে। তেমন হলে বেশ কিছু দিন মাঠের বাইরে থাকতে হবে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্রিকেটারকে।হর্ষিতের বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা নিয়ে শুক্রবার আশাবাদী শোনায়নি সূর্যকুমারকে। ভারতীয় দলের অধিনায়ক বলেছেন, ''হর্ষিত এখনও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যায়নি। মেডিক্যাল টিম খতিয়ে দেখছে। তবে ওর অবস্থা ভাল বলে মনে হচ্ছে না।'' সূর্য জানিয়েছেন, পরিবর্ত বোলারের ভাবনাও শুরু করেছেন তাঁরা। তিনি বলেছেন, "গত ১-২ বছরে কোন জোরে বোলারের কেমন পারফরম্যান্স, তা খতিয়ে দেখছি। যারা ব্যাটও করতে পারে তাদের কথাও ভাবা হচ্ছে। তবে আপনারা যদি ভাবেন ন'নম্বরে নেমে এক জনকে দারুণ ব্যাট করবে, তা হলে প্রথম আট জনের কাজ কী? আমরা সেরা খেলোয়াড়কেই দলে নেওয়ার কথা ভাবছি।"হর্ষিত শেষ পর্যন্ত খেলতে না পারলে কতটা ক্ষতি হবে? সূর্য বলেছেন, "দল তৈরি করা হয় এক রকম ভারসাম্যের কথা ভেবে। হর্ষিত সত্যিই খেলতে না পারলে আমাদের অন্য রকম ভারসাম্যের কথা ভাবতে হবে। আমাদের হাতে প্রচুর বিকল্প রয়েছে। ও খেলতে না পারলে, আমরা অবশ্যই ওর অভাব অনুভব করব। আমরা এমন এক জন বোলারকে নিতে চাইব, যে ব্যাট করতে পারে। তবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। অনেককেই রয়েছে।"ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) সূত্রে খবর, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হর্ষিতের খেলার সম্ভাবনা নেই। অজিত আগরকরেরা পরিবর্ত হিসাবে সিরাজের কথা ভাবছেন। দলের ব্যাটিং নিয়ে ভাবছেন না তাঁরা। ভাল ফর্মে থাকা এক জোরে বোলারকেই দলে নিতে চাইছেন আগরকরেরা। ওয়াশিংটন সুন্দরকে নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে। পেশির টানের জন্য নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলেননি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে থাকলেও সুন্দর এখনও ফিটনেসের ছাড় পত্র পাননি। আশা করা হচ্ছে, বিশ্বকাপ শুরুর আগেই তিনি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলার ছাড়পত্র পেয়ে যাবেন। না হলে, তাঁর বিকল্পের কথাও ভাবতে হবে আগরকরদের।সূর্য বলেছেন, তাঁরা প্রয়োজনে বরুণ চক্রবর্তী এবং কুলদীপ যাদবকে এক সঙ্গে খেলাবেন। প্রথম একাদশ নির্বাচন নিয়ে নমনীয় থাকার কথা বলেছেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে সূর্য বলেন, ''দলে একাধিক ভাল বোলার থাকা বাড়তি সুবিধা। আমাদের দলের ভারসাম্যকে দিকেও নজর দিতে হবে। প্রতিপক্ষ বিচার করে দল বাছতে হবে। দু'জন রিস্ট স্পিনার খেলানোর প্রয়োজন হলে অবশ্যই খেলাব। দলে বরুণ এবং কুলদীপের মতো দু'জন সেরা স্পিনার থাকলে তো ভাল। এ রকম মাথাব্যথা ভালই লাগে।"ওপেনিং জুটিও ঠিক করে ফেলেছে ভারতীয় শিবির। সূর্য বলেছেন, "অভিষেক শর্মা সঙ্গে ঈশান কিশন নামবে। ওদের চার-ছক্কাগুলো কি আপনারা উপভোগ করেন না? আর ঈশান তো বেশ ভাল খেলছে। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ফর্ম ধরে রেখেছে। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাই তিনে খেলানো হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে ওপেন করেছে। বিশ্বকাপেও প্রথম তিন ব্যাটারের মধ্যেই ও থাকবে। এটাও একটা ভাল মাথাব্যথা।"ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ খেলার চাপের কথা মেনে নিয়েছেন সূর্য। আমেরিকা ম্যাচের প্রস্তুতি নিয়ে বলেছেন, "আমরা ওদের বিরুদ্ধে খুব বেশি খেলি না। ওদের খেলার ভিডিয়ো দেখেছি আমরা। সেই মতো প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।"

চোট পেয়ে এ বার ছিটকে গেলেন হেজলউড, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে আবার সমস্যায় অস্ট্রেলিয়া

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে আরও চাপে পড়ল অস্ট্রেলিয়া। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেলেন জশ হেজলউড। বিশ্বকাপের আগে তিনি সুস্থ হতে পারবেন না। ৩৫ বছরের ক্রিকেটারের পরিবর্ত হিসাবে কারও নাম ঘোষণা করছে না অস্ট্রেলিয়া।আগে জানা গিয়েছিল, বিশ্বকাপের মাঝে বা পরের দিকে হেজলউড দলে যোগ দিতে পারেন। শুক্রবার জানানো হয়েছে, সেই সম্ভাবনা খুবই কম। তাই হেজলউডকে ছাড়াই বিশ্বকাপে নামছে অস্ট্রেলিয়া।মিচেল স্টার্ক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন। চোটের জন্য বিশ্বকাপে নেই প্যাট কামিন্সও। এ বার হেজলউডও ছিটকে যাওয়ায় প্রথম সারির তিন পেসারকেই পাবে না অস্ট্রেলিয়া। নেথান এলিস এবং বেন ডোয়ারশুইসের উপর ভরসা করছে তারা।এ দিন অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচক টনি ডোডমেড বলেছেন, ''আমরা ভেবেছিলাম সুপার এইটের সময় হেজলউড ফিট হয়ে যাবে। তবে এখন বোঝা যাচ্ছে, ফিট হতে আরও কিছুটা সময় লাগবে না। ওকে খেলালে সেটা ঝুঁকির হয়ে যাবে। এখনই কোনও পরিবর্ত ক্রিকেটারের নাম ঘোষণা করছি না। প্রথম দিকের ম্যাচগুলোর জন্য আমরা তৈরি। পরের দিকে কোনও ক্রিকেটার নেওয়া হতে পারে।বৃহস্পতিবার নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তুতি ম্যাচ থাকলেও তা বাতিল হয়ে যায়। ১১ ফেব্রুয়ারি আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের আগে ছ'দিন সময় থাকছে অস্ট্রেলিয়ার কাছে। গ্রুপের ম্যাচগুলি তারা খেলবে কলম্বো এবং পাল্লেকেলেতে।উল্লেখ্য, গোড়ালির চোটে অ্যাশেজে খেলতে পারেননি হেজলউড। এ বার বিশ্বকাপেও খেলা হচ্ছে না। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে আর খেলতে পারবেন কি না, তা নিয়েই সংশয় তৈরি হয়েছে।

আরও পাকছে জট?

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ হতে বাকি আর ৯ দিন। এখনও স্পষ্ট নয় সেই ম্যাচ হবে কি না। কারণ সরকারের নির্দেশে পাকিস্তান সেই ম্যাচ খেলবে না বলে আগেই ঘোষণা করে দিয়েছে। ফলে সেই ম্যাচের টিকিট বিক্রি আপাতত বন্ধ করে দিল আইসিসি। যদি পাকিস্তানের অবস্থান বদল হয় এবং তারা ম্যাচ খেলতে রাজি হয়, তখন আবার টিকিট বিক্রি শুরু করা হতে পারে।ভারত এবং পাকিস্তানের ম্যাচ হওয়ার কথা কলম্বোর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে। প্রথম পর্বের টিকিট বিক্রি শুরু হওয়ার পর মুহূর্তের মধ্যে সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। অনেকেই অপেক্ষা করেছিলেন দ্বিতীয় পর্বের জন্য। হোটেল, বিমান বুকও করে ফেলেছিলেন অনেক সমর্থক। পাকিস্তান সত্যিই না খেললে সবই ক্ষতি হবে। পাশাপাশি, শ্রীলঙ্কার বিরাট আর্থিক ক্ষতি হবে। ইতিমধ্যেই শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের তরফে পাকিস্তানকে সিদ্ধান্ত নতুন করে বিবেচনা করার অনুরোধ করা হয়েছে।আইসিসি-র ওয়েবসাইটে গেলে দেখা যাচ্ছে, দ্রুত টিকিট বিক্রির ঘোষণা করা হবে। আইসিসি-র এক সূত্র বলেছেন, "যে হেতু পিসিবি-র থেকে কোনও সরকারি বিবৃতি পাওয়া যায়নি, তাই আইসিসি টিকিট বিক্রি বন্ধ রেখেছে। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে আইসিসি আর আর্থিক ক্ষতি করতে চায় না। টিকিট বিক্রি শুরু করার আগে আইসিসি নিশ্চিত করতে চায় যে ম্যাচটা হবে। বিক্রি শুরু হলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে টিকিট শেষ হয়ে যাবে।"পাকিস্তানকে নিয়ে এখনই কড়া অবস্থান নেওয়ার পথে হাঁটছে না আইসিসি। চেষ্টা করা হচ্ছে ভারত ম্যাচে খেলতে রাজি করানোর। পাকিস্তান যাতে মুখরক্ষার জন্য একটি জোরালো যুক্তি দেখিয়ে সিদ্ধান্ত বদলাতে পারে, তার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এ.জি আন্তঃ জোনাল টেবিল টেনিস সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আগরতলায় আয়োজিত এ.জি সেক্টরের ইন্টার জোনাল টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট আজ শেষ হয়েছে। পুরুষদের ডাবলসে এজি পশ্চিমবঙ্গের অভিমন্যু মিত্র ও শাঙ্কব বড়ুয়া জুটি চ্যাম্পিয়ন এবং এজি আহমেদাবাদের সোহম ভট্টাচার্য ও হার্দিক জুটি রানার্স ট্রফি পেয়েছে। মহিলাদের ডাবলসে পশ্চিমবঙ্গের অনন্যা বসাক ও মনীষা মুখার্জি জুটি চ্যাম্পিয়ন এবং এজি আহমেদাবাদের ফ্রেনাজ সিপিয়া ও পূজা শর্মা জুটি রানার্স ট্রফি পেয়েছেন। পুরুষদের ভেটারেন বিভাগে এ জি রাজকোটের সিকান্দর জ্যাম চ্যাম্পিয়ন এবং গৌরব দোশি রানার্স ট্রফি পেয়েছেন। ভেটারেন মহিলাদের বিভাগে এজি পশ্চিমবঙ্গের বিপাশা বিশ্বাস চ্যাম্পিয়ন এবং এজি উত্তরপ্রদেশের রাধা তেওয়ারি রানার্স ট্রফি পেয়েছেন। মহিলাদের সিঙ্গেলসে এজি পশ্চিমবঙ্গের অনন্যা বসাক চ্যাম্পিয়ন এবং মুম্বাইয়ের খুশি ভি রানার্স খেতাব পেয়েছেন। পুরুষদের সিঙ্গেলসে এজি পশ্চিমবঙ্গের অভিমন্যু মিত্র চ্যাম্পিয়ন, দিল্লি অডিটের শিবজিত সিং লাম্বা রানার্স ট্রফি পেয়েছেন। পুরুষ বিভাগে টিম চ্যাম্পিয়নশিপে এ জি তেলেঙ্গানা চ্যাম্পিয়ন এবং এজি ওয়েস্টবেঙ্গল রানার্স, পুরুষদের ভ্যাটেরেন বিভাগে এজি রায়পুরের এ সন্তোষ এবং এজি গোয়ালিয়রের সুজয় চতুর্বেদী, মহিলা ভেটারেন বিভাগে এজি মুম্বাইয়ের শোভানা সোলাঙ্কি এবং এজি ওয়েস্ট বেঙ্গলের দীপাশ্রী ব্যানার্জি যথা একটা মেয়ের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স ট্রফি পেয়েছেন। সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হওয়ায় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

বিদায়ী ইনিংসে ঝড় তুলে ১০ নজির সূর্যবংশীর

ছোটদের বিশ্বকাপের ফাইনালে চেনা মেজাজে দেখা গেল বৈভব সূর্যবংশীকে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৮০ বলে ১৭৫ রানের ইনিংস খেলেছে বিহারের ১৪ বছরের ব্যাটার। ১৫টি চার এবং ১৫টি ছয়ের সাহায্যে এই ইনিংসে একাধিক নজিরও গড়েছে বৈভব।গোটা বিশ্বকাপে চেনা ফর্মে দেখা যায়নি বৈভবকে। ১৪ বছরের কিশোরকে নিয়ে খানিকটা চিন্তিত ছিলেন ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ। সেমিফাইনালে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ৩৩ বলে ৬৮ রানের ইনিংস খেলে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিল বৈভব। শুক্রবার ফাইনালে স্বমূর্তিতে দেখা গেল বৈভবকে। ইংল্যান্ডের বোলারদের দিশেহারা করে দিয়ে ২১৮.৭৫ স্ট্রাইক রেটে রান তুলেছে বৈভব। ৫০ ওভারের ক্রিকেটে টি-টোয়েন্টির মেজাজে ব্যাট করে বেশ কিছু নজিরও গড়েছে বৈভবের বয়স এখন ১৪। অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ হয় দু'বছর অন্তর। বয়সের হিসাবে আরও দু'টি ছোটদের বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ রয়েছে তার। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নীতির ফলে আর ছোটদের বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পাবে না বৈভব। দেশের বেশি সংখ্যক প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ এক জনকে এক বারই খেলতে দেয় বিসিসিআই। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর থাকার সময় এই নীতি নির্ধারণ করেছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। ফলে ছোটদের বিশ্বকাপে শেষ ম্যাচ খেলল বৈভব (বিসিসিআই পরবর্তী সময় নীতি পরিবর্তন না করলে)। সেই ম্যাচেই একের পর এক নজির গড়ল সে।

ফাইনালে সর্বোচ্চ

ছোটদের বিশ্বকাপে রেকর্ড বৈভবের। ফাইনালে তার ১৭৫ রানের ইনিংস প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এর আগে কোনও ক্রিকেটার অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে এত রান করতে পারেননি। আগে এই নজির ছিল ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার উন্মুক্ত চন্দের দখলে। তিনি ২০১২ সালের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১১১ রান করেন।

ফাইনালে দ্রুততম শতরান

ছোটদের বিশ্বকাপের ফাইনালে দ্রুততম শতরান করল বৈভব। তার ৫৫ বলে শতরান তৈরি করল নতুন নজির। এর আগে ফাইনালে দ্রুততম শতরানের নজির ছিল পাকিস্তানের কাসিম আক্রমের। ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৬৩ রানে শতরান করেছিলেন তিনি।

দ্বিতীয় দ্রুততম শতরান

ছোটদের বিশ্বকাপে দ্বিতীয় দ্রুততম শতরানের নজির গড়েছে বৈভব। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৮টি চার এবং ৮টি ছয়ের সাহায্যে ৫৫ বলে শতরান পূর্ণ করেছে ১৪ বছরের ব্যাটার। অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে দ্রুততম শতরানের তালিকায় বৈভবের এই ইনিংস থাকল দ্বিতীয় স্থানে। প্রথমে রয়েছে এ বছরই জাপানের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার উইল মালাজুকের করা ৫১ বলে শতরান। ভারতীয়দের ক্ষেত্রে তার শতরানই দ্রুততম। ২০২২ সালে উগান্ডার বিরুদ্ধে রাজ বাওয়ার ৬৯ বলে শতরানের রেকর্ড ভেঙে দিল বৈভব।তৃতীয় ভারতীয়ভারতের তৃতীয় ক্রিকেটার হিসাবে অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালে শতরান করল বৈভব। এত দিন এই কৃতিত্ব ছিল মনজ্যোৎ কালরা এবং উন্মুক্ত চন্দের।বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ছক্কা কোনও একটি অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মারার নজির গড়ল বৈভব। এ বারের প্রতিযোগিতায় ৩০টি ছক্কা এসেছে তার ব্যাট থেকে। ১৪ বছরের ব্যাটার ভেঙে দিল দক্ষিণ আফ্রিকার ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের রেকর্ড। ২০২২ সালে ছোটদের বিশ্বকাপে ১৮টি ছয় মেরেছিলেন প্রোটিয়া ব্যাটার। উল্লেখ্য, ছোটদের বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মারার নজিরও এখন বৈভবের দখলে।

এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি ছক্কাছোটদের এক দিনের ক্রিকেটের এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মারার নজিরও গড়ল কিশোর ক্রিকেটার। এত দিন এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি ছয় মারার নজির ছিল অস্ট্রেলিয়ার মাইকেল হিলের। ২০০৮ সালে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ১২টি ছয় মারেন। বৈভব ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৫টি ছক্কা মেরেছে।চার-ছক্কায় ১৫০ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বৈভব ১৫টি চার এবং ১৫টি ছয় মেরেছে। অর্থাৎ চার এবং ছয় মিলিয়ে মোট ১৫০ রান করেছে হারারের ২২ গজে। এর আগে অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে কোনও ক্রিকেটার এক ইনিংসে শুধু বাউন্ডারি থেকে এত রান করতে পারেননি। প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে ছোটদের বিশ্বকাপে ১৫০ বা তার বেশি রানের ইনিংসও খেলল সে।ছোটদের এক দিনের ক্রিকেটে ১০০ ছক্কাবিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে অনূর্ধ-১৯ আন্তর্জাতিক এক দিনের ক্রিকেটে ১০০টি ছয় মারার নজির গড়েছে বৈভব। শুক্রবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই মাইলফলকে পৌঁছেছে বৈভব। এই ইনিংসের পর তার ছক্কার সংখ্যা ১১০।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e-tender

PNIe-T No:20/EE/DIV-I/AMC/2025-26 Dated : 03/202/2026
The Executive Engineer, Division No-, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:

Sl No.	DNIET No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	Development and Beautification of Prabhu Bari Pond under Ward No-20 AMC D.N.I.E.T No. 271/ CE/UDD/EW/2025-26	2,85,95,486	5,71,910	540(Five hundred forty) Days

1. Last date and time for document downloading/bidding : 16/02/2026 at 14.00 Hrs/15.00 Hrs
2. Time and date of opening of bid : 16/02/2026 at 16.00 Hrs (If Possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer,
PW Division-I,
Agartala Municipal Corporation

পশ্চিমবঙ্গে ভোট প্রচারে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জোরদার প্রচারে নেমেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলায় ভোট প্রচারে গেলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। তিনি পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া (উত্তর) সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর (উত্তর) বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেন। এদিন কৃষ্ণনগর (উত্তর) বিধানসভা এলাকায় পৌঁছালে জেলা সভাপতিসহ বিজেপির বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তারা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান।

প্রচার কর্মসূচিতে উপস্থিত কার্যকর্তাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, কার্যকর্তাদের উৎসাহ, ঐক্য ও সমর্থন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দলীয় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করবে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিজেপি বদ্ধপরিকর।

তিনি আরও জানান, কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও বিজেপির আদর্শ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে দল বদ্ধপরিকর। আগামিদিনে কৃষ্ণনগর (উত্তর) বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি আরও সংগঠিতভাবে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এদিন নদীয়া (উত্তর) সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভার মন্ডল-৪ এর উদ্যোগে গোয়ালদহতে আয়োজিত বুথ বিজয় অভিযান নামক সাংগঠনিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করে তিনি আরো বলেন, পশ্চিমবঙ্গের জনগণ শপথ নিয়েছেন, ঋষি-মনিষী, হাজারো স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং আমাদের প্রেরণাপুরুষ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পুণ্যভূমি পশ্চিমবঙ্গকে নির্মমতার হাত থেকে রক্ষা করে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠা করবেন। এই লক্ষ্যেই প্রধানমন্ত্রী মোদী জি স্পষ্ট আহ্বান জানিয়েছেন, "পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার।"

সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকরা বেতন বঞ্চনার শিকার, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ ফেব্রুয়ারী: সম কাজে সমবেতন। মহামান্য আদালতের এই রায়কে মান্যতা না দিয়ে বরং রাজ্য সরকার সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকদের সাথে প্রতারণা করে চলছে। রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য এবং বেতন প্রদানে চরম অবহেলার প্রতিবাদে রাজ্যব্যাপী বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়েছে সমগ্র শিক্ষা অভিযানের শিক্ষকরা।

বর্তমান সময়ে বেতন বৈষম্যের মধ্যেও এই সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকরা প্রতিমাসে বেতন পেলেও সময়মতো অর্থাৎ মাসের প্রথমে বেতন ভাতা পাচ্ছেনা। বরং মাসের ৭ থেকে ১০ তারিখের পর দেওয়া হচ্ছে তাদের বেতন। তাই ক্ষোভে ফুঁসছে সাড়া রাজ্যের প্রায় ৫ হাজারের মতো সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকরা। বর্তমানে দক্ষিণ জেলাতেও দুই শতাধিক সমগ্র শিক্ষার শিক্ষক রয়েছেন। তাদের বেতন নিয়ে এই ধরনের তালবাহানা এবং বৈষম্যের জন্য আজ তারা দক্ষিণ জেলা শিক্ষা আধিকারিকের মাধ্যমে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর এবং রাজ্য সরকারের কাছে সময় মত তাদের বেতন প্রদানের জন্য ডেপুটেশন প্রদান করে চরম সময়সীমা বেঁধে দেন। পাশাপাশি রাজ্য সরকার তাদের প্রতি এই ধরনের বিমাতৃসুলভ আচরণের জন্য তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলে সরকার শুধুমাত্র তাদের পেশাগত নিরাপত্তা কেড়ে নেয়নি বরং তাদের পেটে লাথি মারার চেষ্টা করছে। সর্বশিক্ষা বর্তমানে সমগ্র শিক্ষা অভিযানের শিক্ষক অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সভাপতি অর্জুন দেবনাথ বলেন শিক্ষা আধিকারিক তাদের জানিয়েছে সরকারের কাছ থেকে টাকা এলে ১০ তারিখের মধ্যে তাদেরকে বেতন দেওয়া হবে। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন আমরা এমনিতেই স্বল্প বেতন পাই তারপর যদি এই অবস্থা হয় আমরা কিভাবে পরিবার প্রতিপালন করব।

তিনি তীব্র প্রতিবাদী ভাষায় বলেন ৭ তারিখ অর্থাৎ আগামী কালের মধ্যে যদি সাড়া রাজ্যে তাদেরকে বেতন না দেওয়া হয় তাহলে নয় তারিখ তারা আগরতলাতে প্রজেক্ট ডিরেক্টরকে ঘেরাও করবেন। আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন গোটা রাজ্যে প্রায় ষাট শতাংশ বিদ্যালয়ে সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকরা প্রাইমারি, আপার প্রাইমারি থেকে হাই স্কুল পর্যন্ত ইনচার্জ অর্থাৎ ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে রয়েছেন। সবচাইতে দুঃখের এবং লজ্জার এই সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকদের সাক্ষরে রাজ্য সরকারের শিক্ষকদের বেতন প্রতিমাসের এক তারিখে হয়ে যায় এবং সেই মোতাবেক এই মাসেও পেয়ে গেছেন।

দক্ষিণ জেলা শিক্ষা আধিকারিক দিলীপ চন্দ্র দাস স্বীকার করেন যে বেতন দেরিতে পান তবে প্রত্যেক মাসেই পান। তিনি আরো জানান রাজ্য থেকে তাদের পুরো ফান্ড আসেনি। প্রতি মাসে রাজ্য থেকে ফান্ড আসতে দেরি হয় পাশাপাশি অফিসে যারা বিল তৈরি করেন তারাও বিল করতে দেরি করেন তাই তাদের টাকা পেতে দেরি হয়।

এছাড়াও ইনচার্জ হিসেবে তারা যে ভাতা পান সেখানেও নিয়মিত শিক্ষকদের সাথে তাদের অনেক ফারাক রয়েছে। এই ক্ষেত্রে নিয়মিত শিক্ষকরা যেখানে ১০০০ টাকা পায় সেখানে সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকরা মাত্র ৩০০ টাকা পায়।

এডিসি প্রশাসনের স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপে বিলম্বিত ভিলেজ কমিটি নির্বাচন

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি : এডিসি প্রশাসনের একতরফা ও নিয়মবহির্ভূত সিদ্ধান্তের জেরে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের অধীন ভিলেজ কমিটি নির্বাচন দীর্ঘদিন ধরে বিলম্বিত হয়েছে বলে সাম্প্রতিক ঘটনায় স্পষ্ট হয়েছে।

সূত্রের খবর, ২০২৫ সালের ৭ এপ্রিল এডিসি প্রশাসনের পক্ষ থেকে জারি করা এক বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূতভাবে ১২৩টি নতুন ভিলেজ ঘোষণা করা হয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত ঘিরে বিভিন্ন মহলে শুরু থেকেই অসন্তোষ ও বিতর্ক দেখা দেয়।

পরবর্তীতে রাজ্য সরকারের তীব্র প্রতিবাদের মুখে এডিসি প্রশাসন ২০২৬ সালের ২২ জানুয়ারি একটি নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করে। ওই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ৭ এপ্রিল, ২০২৫-এর পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিসহ আরও দুটি সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি বাতিল করা হয়।

অভিযোগ, বর্তমান এডিসি প্রশাসন ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ (গ্রাম কমিটি প্রতিষ্ঠা) আইন, ১৯৯৪ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বিদ্যমান ভিলেজ কমিটিগুলোর সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা ছাড়াই নতুন গ্রাম ঘোষণা করে। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পদক্ষেপ আইনবিরুদ্ধ ও সংবিধানবিরোধী। বিতর্কিত ওই বিজ্ঞপ্তি নিয়ে রাজ্য আইন দপ্তরও আপত্তি জানিয়েছিল বলে জানা গেছে।

বিজ্ঞপ্তি বাতিল হওয়ার ফলে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোলা সব অভিযোগ কার্যত খারিজ হয়ে গেছে। বরং নির্বাচন দেরি হওয়ার পেছনে এডিসি প্রশাসনের একরোখা মনোভাব ও প্রশাসনিক বেনিয়মই দায়ী বলে মত প্রকাশ করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

উল্লেখযোগ্যভাবে, আগে ভিলেজগুলোর সুনির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ বা ডিলিমিটেশন বিষয়ে কোনো পরিবর্তন না আনার পক্ষে অবস্থান নিলেও বাস্তবে প্রশাসনের পদক্ষেপ ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিজ্ঞপ্তি জারি ও পরবর্তীতে বাতিলের মধ্য দিয়ে প্রশাসনের পরস্পরবিরোধী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। এই পরিস্থিতির ফলে বর্তমানে ভিলেজ কমিটির মোট সংখ্যা পূর্বের মতোই ৫৮৭-এ বহাল রয়েছে।

তথ্যভিজ্ঞ মহলের মতে, সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি বাতিল হওয়ার ফলে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে চলমান মামলাতেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়তে পারে।

সমগ্র ঘটনায় এডিসি প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে এবং আগামী দিনে নির্বাচন প্রক্রিয়া কীভাবে এগোবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে কৌতূহল বাড়ছে।

আগামী প্রজন্মকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে তৈরি করতে এনজিওগুলিকে বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি: আগামী প্রজন্মকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে তৈরি করতে বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে এনজিওগুলিকে। সমাজের জন্য কাজ করতে ছেলেমেয়েদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আর রাজনীতি না করেও বিভিন্নভাবে সামাজিক কাজ করা যায়। আজ আগরতলায় জনজাতি অংশের এনজিওগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে আয়োজিত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

বৈঠকে পৌরহিত্য করে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এখানে অংশ নিতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা যেভাবে মানুষের জন্য কাজ করছেন সেটা খুবই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। আপনারা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য কাজ করছেন। সরকার সাধ্যের মধ্যে থেকে ও নিয়ম কানুনের মধ্যে থেকে আপনাদের সহায়তা করবে। আপনারা যেসব দাবি উত্থাপন করেছেন এনিয়ে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী ও আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলবো। বিভিন্ন হোস্টেলে থাকা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লালন পালনে যাতে কোন খামতি না থাকে সেবিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে আপনাদের। এক্ষেত্রে সরকার সবসময় আপনাদের পাশে থাকবে। ছেলেমেয়েদের অর্থাৎ আগামী প্রজন্মকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে তৈরি করতে আপনাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। আপনারা তাদের একটা প্ল্যাটফর্ম দিয়েছেন। ওই সময়টাতে ছেলেমেয়েদের যথাযথ শিক্ষা, মানবিক মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে শিক্ষাদান করতে হবে। তাদের মধ্যে সামাজিক চিন্তাভাবনা জাগিয়ে তুলতে হবে।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমাজের জন্য কাজ করাটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ছেলেমেয়েদেরকেও সেভাবে গড়ে তুলতে হবে এবং শিক্ষা দিতে হবে। আমাদের দেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও জনজাতি অংশের। সেই জায়গায় দায়িত্ব সহকারে তিনি এখন দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করছেন। রাজনীতি না করেও বিভিন্নভাবে সামাজিক কাজ করা যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০৪৭ এ বিকশিত ভারত এর কথা বলছেন। আর আজকের যারা ছাত্রছাত্রী তারাই কিন্তু বিকশিত ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারবে এবং এর সুফল পাবে। তাই সমাজের জন্য তাদেরও বিশেষ দায়দায়িত্ব রয়েছে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর স্বচ্ছ ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন এখন বাস্তবায়িত করছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু সেই কাজ কারোর একার নয়। রাস্তাঘাটের নোংরা আবর্জনা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলার দায়িত্ব সকলের। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, শিক্ষা একটা সেতুর মতো। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে উত্তরণে সেতু হিসেবে কাজ করে শিক্ষা। জ্ঞান আর অজ্ঞানতার মাঝখানে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে শিক্ষা। এভাবে সত্য ও মিথ্যার মাঝখানেও রয়েছে সঠিক শিক্ষা। আর ছাত্রছাত্রী বা ছেলেমেয়েদের মধ্যে মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়াটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজ সারা ভারতবর্ষে প্রায় ৭০০ এর মতো জনজাতি গোষ্ঠী রয়েছে। এরমধ্যে ত্রিপুরায় স্বীকৃত জনজাতি গোষ্ঠীর সংখ্যা ১৯টি। এছাড়াও আরো অনেক উপ গোষ্ঠী রয়েছে। এদিন বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে এনজিওগুলির প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে এনজিওর প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

ছাত্রছাত্রীদের বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে অভিভাবক ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু আজ সকালে বেরিমুড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, অভিভাবকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির "পরীক্ষা পে চর্চা" অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সরাসরি সম্প্রচারিত হওয়ার পর রাজ্যপাল বেরিমুড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশগ্রহণ করেন এবং পরীক্ষা সম্পর্কে তাদের অভিমত জানতে চান।

এই প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলেন, ছাত্রছাত্রীদের বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে অভিভাবক ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের সব সময় ভালো ফলাফল এবং সমাজে ভালো কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে উদ্বুদ্ধ করতে অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান। ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকদের পাশাপাশি মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা রাজীব দত্ত এবং অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানের পর রাজ্যপাল বিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, ক্লাসরুম ইত্যাদি ঘুরে দেখেন।

কমলপুরে নাকা চেকিংয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি: কমলপুর থানার অন্তর্গত দুর্গা চৌমুহনী নাকা চেকপোস্টে শুক্রবার পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর যৌথ অভিযানে একটি টাটা এইস গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন চেম্বার থেকে উদ্ধার হওয়া গাঁজার বাজারমূল্য প্রায় অর্ধ কোটি টাকা বলে অনুমান করা হচ্ছে। নিয়মিত নাকা চেকিং চলাকালীন পুলিশ একটি সন্দেহভাজন টাটা এইস গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালায়। তল্লাশির সময় গাড়িটির ভিতরে বিশেষভাবে তৈরি একটি গোপন চেম্বারের সন্ধান পাওয়া যায়। সেখান থেকেই বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

জিবিপি হাসপাতালে ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৪ ঘণ্টা মিলবে এমআরআই পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি: রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের বিশেষ উদ্যোগে এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার আন্তরিক প্রচেষ্টায় এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে গত ৪ ফেব্রুয়ারি রোগী কল্যাণ সমিতির সভায় এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখন থেকে এই হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টা এমআরআই স্ক্যানিং পরিষেবা চালু হচ্ছে।

জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট স্বাক্ষরিত এক আদেশে জানানো হয়েছে যে, আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ছুটির দিনসহ সপ্তাহের সাত দিনই ২৪ ঘণ্টা এই পরিষেবা সচল থাকবে।

উল্লেখ্য, এতদিন জিবিপি হাসপাতালে এমআরআই পরিষেবা রাত ১০টা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। রোগীকে দীর্ঘ সময়ের অপেক্ষা দূর করার লক্ষ্যে নতুন এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে দূর-দূরান্ত থেকে আসা রোগীদের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো অনেক সহজ ও দ্রুত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, হাসপাতালে রোগীর অত্যধিক ভিড় এবং বর্তমান মেশিনটির ওপর চাপ কমাতে মুখ্যমন্ত্রী একটি বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন। রোগীদের সুবিধার্থে হাসপাতালের সুপার স্পেশালিটি বিল্ডিংয়ে আরও একটি নতুন এমআরআই মেশিন বসানোর কাজ দ্রুত শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পাহাড়প্রমাণ বিদ্যুৎ বিল বকেয়া, পরিষেবা ক্ষেত্রে সংকটের আশঙ্কা, বিল পরিশোধে গ্রাহকদের এগিয়ে আসার আবেদন বিদ্যুৎ নিগমের

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি: রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যবস্থাকে সচল রাখতে ক্রমশ বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে একাংশ গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে অনীহা। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড জানিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে বিল বকেয়া থাকায় প্রশাসনিক কাজের পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং ভবিষ্যতের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন গুরুতর সংকটের মুখে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ গ্রাহকদের সহযোগিতা ছাড়া পরিষেবা ব্যবস্থাকে সুসংহত রাখা কার্যত অসম্ভব বলে সতর্ক করেছেন নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু।

নিগম সূত্রে জানা গেছে, অমরপুর বিদ্যুৎ উপ-বিভাগের অধীন একাধিক এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রেখেই পরিষেবা চালু রাখার দাবি জানিয়ে আসছেন বহু গ্রাহক। সম্প্রতি কালামাটি, বিবারাম, গতিরাম, সোমবাজয় ও হাতিরায় পাড়ার বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা প্রকাশ্যেই জানান, তাঁরা বিল পরিশোধ করবেন না। দীর্ঘদিনের বকেয়ার কারণে নিগম ওই এলাকাগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার উদ্যোগ নিলে গ্রামবাসীদের একাংশ রাস্তায় বসে প্রতিবাদে সামিল হন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, বিল দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, তবে বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু রাখতে হবে।

পরবর্তীতে জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীরা লিখিতভাবে নিগমকে আশ্বাস দেন, আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বকেয়া বিল পরিশোধ করা হবে। এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই পুনরায় বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু করা হয়। তবে নিগমের কর্মকর্তাদের আশঙ্কা, ভবিষ্যতেও যদি এই প্রবণতা অব্যাহত থাকে, তাহলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শুধুমাত্র এই পাঁচটি এলাকাতেই বিদ্যুৎ বিলের মোট বকেয়া প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকার বেশি। কালামাটি গ্রামে ৩২ জন গ্রাহকের বকেয়া ১০ লক্ষ টাকার বেশি, বিবারাম পাড়ায় ৪৫ জন গ্রাহকের বকেয়া ৭ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা, গতিরাম পাড়ায় ১৮ জন গ্রাহকের বকেয়া ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা, সোমবাজয় পাড়ায় ৪৬ জন গ্রাহকের বকেয়া ৯ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা এবং হাতিরায় পাড়ায় ৩০ জন গ্রাহকের বকেয়া ৫ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা।

নিগম জানিয়েছে, শুধু এই কয়েকটি এলাকাই নয়, গোটা অমরপুর বিদ্যুৎ বিভাগের ছবিটাই উদ্বেগজনক। সরকারি হিসেব অনুযায়ী, অমরপুর বিদ্যুৎ উপ-বিভাগে মোট ১৫ হাজার ৬৭ জন গ্রাহকের মধ্যে ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত বিল পরিশোধ করেছেন মাত্র ৪ হাজার ৩১০ জন। অর্থাৎ প্রায় ১০ হাজার ৭৫৭ জন গ্রাহক এখনও বিল মেটাননি, যা শতাংশের হিসাবে মাত্র ২৮ শতাংশ।

একই ধরনের চিত্র দেখা গেছে অন্যান্য উপ-বিভাগেও। যতনবাড়ি বিদ্যুৎ উপ-বিভাগে ১০ হাজার ৪১৮ জন গ্রাহকের মধ্যে বিল পরিশোধ করেছেন মাত্র ১ হাজার ৭২৯ জন, যা ১৬ শতাংশ। করবুক উপ-বিভাগে ৭ হাজার ৬১৭ জন গ্রাহকের মধ্যে ১ হাজার ৬৪৪ জন বিল মিটিয়েছেন, অর্থাৎ ২১ শতাংশ। অম্পী উপ-বিভাগে ৯ হাজার ৯৮ জন গ্রাহকের মধ্যে বিল পরিশোধ করেছেন ২ হাজার ৩৯৮ জন, যা ২৬ শতাংশ। সব মিলিয়ে অমরপুর বিভাগের চারটি উপ-বিভাগে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের গড় হার মাত্র ২৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিকে অত্যন্ত হতাশাজনক বলে অভিহিত করেছেন বিদ্যুৎ নিগমের কর্তৃপক্ষ।

ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু বলেন, বিদ্যুৎ পরিষেবা একটি ব্যয়বহুল ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা ক্ষেত্র। বিদ্যুৎ উৎপাদন, ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামতি এবং নতুন পরিকাঠামো নির্মাণে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়। গ্রাহকেরা সময়মতো বিল পরিশোধ না করলে পরিষেবা সচল রাখা যেমন কঠিন হয়ে পড়ে, তেমনি উন্নয়নমূলক প্রকল্পও বাধাগ্রস্ত হয়। বিদ্যুৎ পরিষেবার সঙ্গে প্রতিটি পরিবারের দৈনন্দিন জীবন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য সরাসরি যুক্ত থাকায় এর উপর সামগ্রিক জনজীবনের প্রভাব পড়ে।

এই অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম সমস্ত গ্রাহকদের সময়মতো বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে পরিষেবা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়েছে। গ্রাহকদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবাকে উন্নত ও স্থিতিশীল রাখা অসম্ভব বলেও স্পষ্ট করেছে নিগম।

৬০ জন সবজি চাষীকে বিনামূল্যে পাওয়ার উইডার মেশিন প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি: কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আজ জম্পুইজলা মহকুমার অন্তর্গত ৬০ জন সবজি চাষিকে পাওয়ার উইডার মেশিন বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। এই মেশিনগুলি বিতরণের জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সাবমিশন অন এগ্রিকালচারাল মেকানাইজেশন বা এসএমএএম প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ৪৫ লক্ষ টাকা। আজ জম্পুইজলা মহকুমা কৃষি তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয় প্রাঙ্গণে এই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জম্পুইজলা বি এ সি"র চেয়ারম্যান বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্মা, ভাইস চেয়ারম্যান নিরঞ্জন কলই, জম্পুইজলা কৃষি মহকুমার কৃষি তত্ত্বাবধায়ক ভাস্কর দেববর্মা প্রমুখ।

২০২৬-২৭ কেন্দ্রীয় বাজেট জনমুখী ও উন্নয়নমূলক : মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারী: ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটকে জনমুখী ও উন্নয়নমূলক বাজেট। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি করলেন মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বাজেটের বিভিন্ন দিক বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে বলেন, এই বাজেট সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কথা মাথায় রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। বিশেষ করে নারী শক্তির ক্ষমতায়ন, যুব সমাজের কর্মসংস্থান এবং কৃষকদের কল্যাণে এই বাজেট কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্যে এই বাজেট একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এদিনের সম্মেলনে মন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলা বিজেপি সভাপতি কাজল দাস, কনভেনর জয়জিৎ শর্মা সহ জেলা কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। তাঁরা বলেন, বাজেটে পরিকাঠামো উন্নয়নে যে বিপুল বরাদ্দ রাখা হয়েছে, তার ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং দেশের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড়াবে।

নেতৃত্বের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ নজর রয়েছে। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুফল কীভাবে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছাবে, সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে বাজেটকে ঘিরে বিরোধীদের নেতিবাচক প্রচারের কড়া সমালোচনা করা হয়। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এই বাজেট শুধুমাত্র একটি আর্থিক নথি নয়, বরং এটি দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা। জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলোর সুফল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকারও করেন বক্তারা।

মনরেগা বাঁচাও সংগ্রামে ধর্মনগরে কংগ্রেসের গণধর্না

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, , ৬ ফেব্রুয়ারী: মনরেগা প্রকল্পে কাজের অধিকার নিশ্চিত করা ও সাংবিধানিক মূল্যবোধ রক্ষার দাবিতে শুক্রবার ধর্মনগরে গণধর্না ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করল উত্তর জেলা কংগ্রেস। জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থক অংশগ্রহণ করেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas